POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

## আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَا تَنۡقِمُ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنۡ اٰمَنَّا بِاٰیٰتِ
رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتۡنَا ؕ رَبَّنَاۤ اَفۡرِغۡ
عَلَیۡنَا صَبۡرًا وَّتَوَفَّنَا مُسۡلِمِیۡنَ۠

এবং তুমি আমাদের উপর শুধু এই জন্য প্রতিশোধ লইতেছ যে, আমরা আমাদের প্রভুর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনিয়াছি, যখন ঐগুলি আমাদের নিকট আসিল। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদিগকে আত্ম-সমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও।’

(আল আরাফ: ১২৭)

بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود
وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড 7

# বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 40

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 6 অক্টোবর, 2022 9 রবিউল আওয়াল 444 A.H

## আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

## মহানবী (সা.)-এর বাণী

### ক্রয়-বিক্রয়ের ইসলামী নীতি

২১৫১) হযরত আবু হুরাইরা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি এমন ছাগল ক্রয় করেছে যার দুধ ওলানে জমে আছে সে দুধ দুইয়ে নিক। সে পছন্দ করলে ছাগলটি ক্রয় করুক আর না করলে সেই দুধের পরিবর্তে তাকে এক সা' খেজুর দিতে হবে।

২১৫৭) ইসমাঈল কায়েস (বিন আবি হাযিম)- এর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত জারিরি (রা.) কে বলতে শুনেছি: আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট এই স্বীকারুক্তি দিয়ে বয়আত করেছি যে, আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া কোনও উপাস্য নেই আর মহম্মদ আল্লাহ্‌র রসুল। আর যত্নসহকারে নামায পড়ব এবং যাকাত দান করব এবং (রসুলুল্লাহ্‌র প্রতিটি আদেশ) মান্য করব এবং তাঁর আনুগত্য করব এবং মুসলমানদের হিতাকাঙ্খী হয়ে থাকব।

২২১৬) হযরত আব্দুর রহমান বিন আবি আবাকার (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমরা নবী (সা.)-এর সঙ্গে ছিলাম। এমতাবস্থায় উসকো খুসকো ও দীর্ঘ কেশবিশিষ্ট একজন মুশরিক ব্যক্তি ছাগল ডাকাতে ডাকাতে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হল। নবী (সা.) তাকে বললেন: এটি বিক্রির জন্য না কি দানের জন্য? (বর্ণনাকারী বলেন- নবী (সা.) 'দান' বা 'পুরস্কার' এই ধরণের শব্দ ব্যবহার করেন। সে বলল, না বিক্রি করব। একথা শুনে আঁ হযরত (সা.) তার কাছ থেকে একটি ছাগল কিনে নিলেন।

(বুখারী, কিতাবুল বুইয়ু)

জুমআর খুতবা, ২রা সেপ্টেম্বর, ২০২২
ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠান।
প্রশ্নোত্তর পর্ব

**আঁ হযরত (সা.) কখনও তাঁর বয়স বর্ণনা করে একথার সাক্ষ্য প্রদান করেন যে তিনি মারা গেছেন আর কখনও আগমণকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং ইসরাইলী মসীহ্‌র পৃথক পৃথক দেহায়বয়ব বর্ণনা করে বুঝিয়ে দেন যে তিনি মারা গেছেন।**

## হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) শেষ যুগের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছিলেন যে সেই সময় দুই ধরণের ফিতনার প্রাদুর্ভাব হবে। একটি হবে অভ্যন্তরীণ এবং অপরটি বাহ্যিক। অভ্যন্তরীণ ফিতনা হল মুসলমানেরা সত্যিকার হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে না আর শয়তানের প্রভাবে ভূলুন্ঠিত হয়ে পড়বে। জুয়া, ব্যাভিচার, মদ্যপান এবং যাবতীয় প্রকারে দুরাচার ও পাপাচারে লিপ্ত হয়ে তারা আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে এবং খোদার নিষেধাজ্ঞাকে অমান্য করবে। নামায ও রোযা ত্যাগ করবে এবং খোদার নির্দেশাবলীর অসম্মান করা হবে এবং কুরআনের বিধিনিষেধ নিয়ে বিদ্রুপ করা হবে। বাহ্যিক ফিতনা এইরূপ হবে যে, আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র সত্তার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপিত হবে এবং যাবতীয় প্রকারের মর্মপীড়াদায়ক আক্রমণ দ্বারা ইসলামের অবমাননা করার চেষ্টা করা হবে। মসীহ্‌র ঈশ্বরত্ব স্বীকার করানোর জন্য এবং তাঁর ক্রুশীয় অভিশাপের উপর ঈমান আনার জন্য যাবতীয় কৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। বস্তুত, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক এই দুই বিশাল ফিতনার সংবাদ দেওয়ার সময় আঁ হযরত (সা.) এই সুসংবাদও লাভ করেছিলেন যে তাঁর উম্মতের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে যে বাহ্যিক ফিতনা ও ক্রুশীয় ধর্মের বাস্তবতা প্রকাশ করে দিবে এবং ক্রুশ ভঞ্জাকারী হবে। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সে মসীহ ইবনে মরিয়ম হবে। আর অভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও বিপথগামিতা দূর করে হিদায়াতের সত্যিকার পথে প্রতিষ্ঠিত করবে। সেই কারণে তাকে মাহদী বলা হবে। وَاٰخَرِیۡنَ مِنۡہُمۡ আয়াতেও এই সুসংবাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যখন এই দুটি ফিতনা আত্মপ্রকাশ করবে, তখন তাদের ভিত্তি হবে দুটি অপবিত্র জিনিস। একটি সম্প্রদায় হবে যাকে দাজ্জাল নামে ডাকা হবে আর অপরটি হবে ইয়াজুজ।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪০১)

**খোদা তা'লা যে সমস্ত জিনিসকে আমাদের জন্য বৈধ করেছেন, আমরা সেগুলিকেই বৈধ বলতে পারি আর যেগুলিকে হারাম বা অবৈধ বলেছেন সেগুলিকেই অবৈধ বলতে পারি। মধ্যবর্তী জিনিসগুলি সম্পর্কে আদেশ বৈধ ও অবৈধ অনুগামী হবে।**

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা নহলের ৬ নং আয়াত এর ব্যাখ্যায় বলেন-

এই আয়াতটি সম্পর্কে একটি অনেক বড় প্রশ্ন তৈরী হয়। সেটি হল এই যে, এখানে চারটি বস্তুর নিষিদ্ধ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। এই চারটি বস্তুই কি নিষিদ্ধ, এগুলি ছাড়া আর কোনও বস্তু নিষিদ্ধ নয়। যারা বলে এই জিনিসগুলিই নিষিদ্ধ, অন্য কোনও জিনিস নিষিদ্ধ নয়- তাদের কথা বলতে গেলে আমার মতে সঠিক। কেননা, এটি ছাড়া অন্য কোনও অর্থ হতে পারে না। যারা এই মতবাদে বিশ্বাসী তাদের মধ্যে একজ হলে ইবনে আব্বাস (রা.)। তাঁর সম্পর্কে বুখারী বুখারীতে জাবির বিন আব্দুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এটাই বিশ্বাস করতেন যে এই চারটি জিনিসই নিষিদ্ধ যা এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, রুহুল মাআনী, ৮ম খণ্ড)

আর আবু দাউদের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে ইবনে উমর (রা.)ও এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। বর্ণিত হয়েছে

اَنَّہٗ سُئِلَ عَنۡ اُکُلِ
الۡقُنۡفُذِ فَتَلَا قُلۡ لَّاۤ اَجِدُ فِیۡ مَاۤ اُوۡحِیَ اِلَیَّ الۡاٰیَۃ

(সুনান আবু দাউদ, ৩য় ভাগ, কিতাবুল আতইমা)

হযরত আয়েশা (রা.), ইবনে আবি হাতিম এবং কতিপয় অন্যান্য ব্যক্তিদের মুসনাদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

اِنَّہَا کَانَتۡ اِذَا سُئِلَتۡ عَنۡ اَکۡلِ کُلِّ ذِیۡ نَابٍ مِنَ
السِّبَاعِ وَ مُخۡلَبٍ مِنَ الطَّیۡرِ قَالَتۡ قُلۡ لَّاۤ اَجِدُ فِیۡ
مَاۤ اُوۡحِیَ اِلَیَّ الۡاٰیَۃ (روح المعانی، جلد 8)

(রুহুল মাআনী, ৮ম খণ্ড)

অনুরূপভাবে ইবনে আবি হাতিম ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পক্ষ থেকেও বর্ণনা করেছেন-

قَالَ لَیۡسَ مِنَ الدَّوَابِّ شَیۡءٌ حَرَامٌ اِلَّا مَا
حَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی فِیۡ کِتَابِہٖ قُلۡ لَّاۤ اَجِدُ

(রুহুল মাআনী, ৮ম খণ্ড)

ইমাম মালিকেরও একই বিশ্বাস ছিল।

এখন প্রশ্ন হল, অন্যান্য বস্তু ভক্ষন করা কি বৈধ? কতিপয় ইমামের মতে এগুলি ছাড়া অন্য সব কিছু খাওয়া বৈধ। কিন্তু আমার মতে এসব সত্ত্বেও কতিপয় বস্তু খাওয়া বৈধ নয়। তবে আমি শরিয়তের পরিভাষায় সেগুলিকে 'হারাম' বা নিষিদ্ধ বলতে পারি না। ইবনে মাজা-তে সালমান (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল করীম (সা.) বলেছেন-

এরপর ১০ পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

# পত্রাদি ও অনুষ্ঠানসমূহের প্রশ্নোত্তর পর্ব থেকে সংগৃহীত হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহ

প্রশ্ন: এক ভদ্রমহিলা প্রশ্ন তসবীহ্‌র নামায পড়ার নিয়ম সম্পর্কে জানতে চেয়ে প্রশ্ন করেন যে, এই নামাযে পঠিত তসবীহ চার রাকাতে তিনশ কিভাবে পূর্ণ হতে পারে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২১ সালে ২৫ শে জুলাই তারিখের চিঠিতে এর উত্তরে লেখেন–

নামাযে তসবীহ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে এ বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, হুযুর (সা.) নিজে কখনও এই নামায পড়েন নি আর তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীনদের মধ্যে কেউ এই নামায পড়েছেন তার প্রমাণও পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে ইসলামের পুনরুত্থানের জন্য আবির্ভুত হুযুর (সা.)-এর প্রাণদাস হযরত মসীহ মওউদ (আ.)ও কখনও এই নামায পড়েছেন বলে কোনও বর্ণনায় পাওয়া যায় না।

তবে কতিপয় হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযুর (সা.) কয়েকজন সাহাবাকে এই নামায পড়তে শিখিয়েছেন। এবং তা পড়ার উপদেশ দিয়েছেন। এই কারণেই অতীতের উলেমাদের মধ্যে নামাযে তসবীহ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলিতে উভয় প্রকারের মতামত বিদ্যমান। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এই হাদীসগুলিকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন আর কেউ কেউ হাদীসগুলির সনদ নিয়ে প্রশ্ন তুলে সেগুলিকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছে। অনুরূপভাবে চার ইমামের মধ্যেও এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এই নামাযকে পছন্দনীয়ের মর্যাদাও দেন নি অপরদিকে অন্যান্য ফিকাহবিদগণ এগুলিকে পছন্দনীয় বলেছেন এবং এই নামাযকে কল্যাণকর আখ্যায়িত করেছেন।

আমার মতে এই নামায পড়া জরুরী নয়। কিন্তু কোনও ব্যক্তি যদি নিজের মত করে এই নামায পড়ে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে হযরত আলির এই উক্তিটি দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)ও বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ এই ব্যক্তি এমন এক সময় নামায পড়ছিল যখন নামায বৈধ নয়। তার সম্পর্কে হযরত আলিকে অভিযোগ জানানো হলে তিনি সেই ব্যক্তিকে উত্তর দেন, আমি

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ

(সূরা–আলাক:৮)

অর্থাৎ, তুমি কি দেখেছ সেই ব্যক্তিকে যে একজন নামাযরত ব্যক্তিকে বাধা দেয়।

আমি এই আয়াতের সত্যায়নস্থল হতে চাই না।

(আল বদর নং ১৫, ২য় খণ্ড, ১লা মে, ১৯০৩)

তাই কেউ যদি এই নামায একাকী পড়ে তবে আমরা তাকে বাধা দিব না। কিন্তু বা-জামাত পড়া বিদাত এবং নিষিদ্ধ। আর এই নামায পড়ার নিয়মের বিষয়ে সুনান আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযুর (সা.) হযরত আব্বাস (রা.) কে বলেন, আপনি চার রাকাত নামায পড়বেন যার প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহা এবং কুরআন করীমের তিলাওয়াতের পর ১৫ বার

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ

পাঠ করবেন। এরপর রুকুতে দশ বার এরপর রুকু থেকে উঠে ১০ বার এবং সিজদায় ১০ বার এবং সিজদা থেকে উঠে ১০ বার এবং দুই সিজদার মধ্যবর্তী সময়ে ১০ বার এবং দ্বিতীয় সিজদায় ১০ বার এবং সিজদা থেকে উঠে ১০ বার তসবীহ পাঠ করবেন। এইভাবে প্রতি রুকুতে ৭৫ বার তসবীহ পাঠ করতে হবে। আপনার সামর্থ থাকলে প্রতিদিন একবার অথবা প্রতি জুমায় একবার অথবা প্রতি মাসে একবার অথবা বছরে একবার অথবা সারা জীবনে একবার এই নামায পড়বেন।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত)

## সংশোধন

সৈয়্যদানা আমীরুল মোমেনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) গত ১৯ শে আগস্ট ২০২২ তারিখের খুতবায় মাননীয় নাসীর আহমদ সাহেব শহীদের স্মৃতিচারণায় যা কিছু বর্ণনা করেছেন তাতে তাঁর জীবনি সম্পর্কে কতিপয় সংশোধনের পর পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে।

এখন আমি একজন শহীদেরও স্মৃতিচরণ করতে চাই। তিনি হলেন আমাদের একজন শহীদ নাসীর আহমদ সাহেব, যিনি আব্দুল গনী সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি রাবওয়ার পূর্ব দারুর রহমত মহল্লায় বসবাস করতেন। গত ১২ আগস্ট তারিখে এক আহমদীয়াত বিরোধী ছুরিকাঘাতে তাকে শহীদ করে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

বিবরণ অনুসারে নাসীর আহমদ সাহেব বাসস্ট্যান্ডে তার সংবাদপত্র বিক্রেতা এক বন্ধুর কাছে বসেছিলেন। এমন সময় এক ধর্ম উন্মাদ হাফেয শেহ্‌জাদ হাসান সেখানে এসে তাকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি আহমদী? উত্তরে তিনি বলেন, আমি আহমদীয়া জামা'তের সদস্য। একথা শুনতেই সেই ব্যক্তি তাকে জামা'ত বিরোধী স্লোগান দিতে বলে। কিন্তু (এমনটি করতে) তিনি অস্বীকৃতি জানালে সে তার ব্যাগ থেকে ছুরি বের করে স্লোগান দিতে দিতে নাসীর আহমদ সাহেবের ওপর আক্রমণ করে। সে একাধিক ছুরিকাঘাত করে এবং কয়েক সেকেন্ডের ভেতর এত বেশি ছুরিকাঘাত করে যে, তা প্রাণঘাতী সাব্যস্ত হয়। যাহোক, ছুরির একাধিক আঘাত সহ্য করতে না পেরে তিনি শহীদ হয়ে যান। শাহাদাতের সময় তাঁর বয়স ছিল ৬২ বছর। ঘটনার পর ঘাতক তার জবানবন্দিতে বলেছে যে, আমি এই কাজের জন্য মোটেই অনুতপ্ত নই আর ভবিষ্যতেও সুযোগ পেলে এই কাজ করতে দ্বিধা করব না। এই পুরো ঘটনাটি মাত্র দুই-এক মিনিট, বরং বলা যায় এক মিনিটের ভেতরেই সংঘটিত হয়েছে। বলা হয়েছে, দুই বা আড়াই-তিন মিনিটের মধ্যেই তাকে হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় এটিই ছিল। তাই সেই আঘাতগুলোই প্রাণঘাতী সাব্যস্ত হয় এবং তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

শহীদ মরহুমের পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা তার পিতামহ শিয়ালকোট জেলার রায়পুর নিবাসী জনাব ফিরোজ দীন সাহেবের মাধ্যমে হয়, যিনি ১৯২১ সনে দ্বিতীয় খিলাফতের যুগে বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর তিনি আর পড়ালেখা করেননি এবং পৈত্রিক পেশা কৃষির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। এছাড়া ১০ বছর পূর্বে তিনি কিছুদিন প্রবাসেও অতিবাহিত করেছেন। অর্থাৎ মালয়েশিয়া ও অন্যান্য দেশে চাকরি করতে থাকেন, এরপর পাকিস্তান চলে আসেন। ১০ বছর পূর্বে তিনি শিয়ালকোটের রায়পুর থেকে রাবওয়ায় স্থানান্তরিত হন। ইদানীং অবসরে ছিলেন, কোন কাজ বা চাকরি করছিলেন না। হৃদরোগেও আক্রান্ত ছিলেন। বেশিরভাগ সময় তিনি গ্রাম পর্যায়ে জামা'তের কাজে অতিবাহিত করতেন। বর্তমানেও তিনি মজলিস আনসারুল্লাহ্‌তে মোন্তাযেম ইসার (অর্থাৎ মানবসেবা বিভাগ) ও অর্থ বিভাগের চাঁদা সংগ্রাহক হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাচ্ছিলেন। অগণিত গুণের অধিকারী ছিলেন। পাড়ার সবার, বিশেষত এতীম ও দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। মসজিদ পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতিও বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। অত্যন্ত বিশ্বস্ত, পরিশ্রমী, মিশুক ও সাহসী মানুষ ছিলেন। পায়ে আঘাত লাগার কারণে ফ্র্যাকচার হয়ে গিয়েছিল, একারণে হাঁটা-চলার ক্ষেত্রেও কষ্ট হতো। কিন্তু তবুও রাতের বেলায়ও যদি জামা'তীভাবে কোন ডিউটি বা প্রহরা দেওয়ার জন্য ডাকা হতো তাহলে উপস্থিত হয়ে যেতেন। খুতবা শোনার যথাযথ ব্যবস্থা রাখতেন, নামায আদায়ের ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা নিতেন এবং (এ বিষয়ে) নিজ পাড়ায় খোঁজ-খবরও নিতেন। খিলাফতের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা ছিল। ফজরের নামাযের পর এক ঘন্টা মোবাইল ফোনে তিলাওয়াত শোনা তার দৈনন্দিন অভ্যাস ছিল। প্রায় প্রতিদিনই দোয়া করার জন্য কবরস্থানে ও বেহেশতি মাকবেরাতেও যেতেন। মহল্লার প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, যখনই জামা'তের কাজের জন্য প্রয়োজন হতো, শহীদ মরহুম তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হতেন এবং কখনো এমন হয় নি যে, তিনি আসতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

মরহুমের মেয়ে মুবারকা সাহেবা বলেন, শাহাদাতের কয়েকদিন পূর্বে তিনি স্বপ্নে দেখেন, লোকজন ভিড় করে আছে এবং শোকাবহ একটি পরিবেশ বিরাজ করছে; এর ভিত্তিতে সদকাও দেওয়া হয়। শহীদ মরহুম নিজেও কিছুদিন থেকে বারবার বলছিলেন যে, আমার মনে হচ্ছে, আমার হাতে আর বেশি সময় নেই।

তার সহধর্মিনী মতিন আখতার সাহেবা ছাড়াও তার তিন কন্যা স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে ধৈর্য ও মনোবল দান করুন।

তার ভাই তানভীর আখতার সাহেব বলেন, বাহ্যিক শিক্ষাদীক্ষা ও জামা'তের বিষয়ে যদিও তার খুব একটা জ্ঞান ছিল না, কিন্তু শৈশব থেকেই জামা'তের জন্য প্রচণ্ড আত্মাভিমান ছিল এবং খিলাফতের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা ছিল। একজন সাদা মনের মানুষ ও নিঃস্বার্থ ব্যক্তি ছিলেন, অন্যদের আনন্দিত হতে দেখলে নিজেও আনন্দিত হতেন। লাহোর থেকে ঈদের সময় যখন বাড়ি আসতেন তখন অনেক খাবারদাবার নিয়ে আসতেন এবং সবসময় নিজের জন্য খুব ভালো নতুন পোশাক সেলাই করিয়ে আনতেন আর কেবল ঈদের দিন পরার পর আমি যেহেতু ওয়াকফে জিন্দেগী ছিলাম, তাই সেই পোশাকটি আমাকে দিয়ে দিতেন এবং আমার পুরোনোটি নিজে নিয়ে নিতেন। তার ভাতিজা বলেন, সবসময় নিজের কাছে ফোন রাখতেন, কেননা জামা'তের যেকারো সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে। ফোন সাথে না থাকলে যোগাযোগ কীভাবে হবে? রাতের বেলা ফোন আসলেও তৎক্ষণাৎ উঠে জামা'তের সেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতেন। সাহায্যের জন্য রাবওয়ার প্রান্তে প্রান্তে যেতে হলেও যেতেন। রক্তদানের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন আর এভাবে তিনি অনেক মানুষের প্রাণ বাঁচানোর কারণ হয়েছেন। তিনি কখনোই (তার) হৃদরোগের পরোয়া করেননি। তার কাছে অভাবীদের সাহায্য করা ছিল আবশ্যকীয় নৈতিক দায়িত্ব যা তার কাছে নিজ ব্যাধির চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আল্লাহ্ তা'লা শহীদ মরহুমের মর্যাদা উন্নীত করুন এবং জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চ স্থান দিন আর তার শোকসন্তপ্ত পরিবারেরও সুরক্ষাকারী ও সাহায্যকারী হোন। এছাড়া তার সন্তানদেরও তার পুণ্য সমূহ অব্যাহত রাখার তৌফিক দিন।

## মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

**"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"**

**(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura**

# জুমআর খুতবা

## দামেস্ক বিজয়কে কতিপয় ইতিহাসবিদ হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালের ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেন, কিন্তু দামেস্কের এই যুদ্ধাভিযান হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালেই শুরু হয়েছিল, যদিও এর বিজয়ের সুসংবাদ যখন মদিনায় প্রেরণ করা হয় ততক্ষণে হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রয়াণ হয়ে গিয়েছিল।

## আঁ হযরত (সা.)-এর মহান মর্যাদাবান সাহাবী এবং খলীফায়ে রাশেদ হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর যুগে বিদ্রোহী ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান সমুহের বিস্তারিত বর্ণনা।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২রা সেপ্টেম্বর, ২০২২, এর জুমুআর খুতবা ( ২ তবুক , ১৪০১ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর যুগের বিভিন্ন যুদ্ধের বর্ণনা চলছিল। এ প্রসঙ্গে, দামেস্কের বিজয়, যা ত্রয়োদশ হিজরীতে হয়েছিল, সে সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা করছি। এটি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর যুগের শেষ যুদ্ধ ছিল। দামেস্ক শহরের অবস্থান সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে, প্রাচীন দামেস্ক- সিরিয়ার রাজধানী এবং ঐতিহাসিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ শহর ছিল। শুরুতে এটি প্রতিমা পুজার বড় একটি কেন্দ্র ছিল। কিন্তু খ্রিষ্টধর্মের আগমনের পর এর মন্দিরগুলোকে গির্জায় রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। এখানে আরবরাও বসবাস করতো আর মুসলমানদের বাণিজ্যিক কাফেলাগুলোও এখানে নিয়মিত আসতো। আর এ কারণেই এখানকার অবস্থা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ছিল। দামেস্ক দুর্গ সদৃশ প্রাচীর ঘেরা একটি শহর ছিল। নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বের কারণে এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল। বড় বড় পাথর দিয়ে এর প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল। প্রাচীরের উচ্চতা ছিল ছয় মিটার। এতে খুবই মজবুত দরজা লাগানো হয়েছিল। প্রাচীরের প্রস্থ ছিল তিন মিটার। এর দরজা শক্তভাবে বন্ধ করা হতো। প্রাচীরের চতুর্দিকে গভীর পরিখা ছিল, যার প্রস্থ ছিল তিন মিটার। এই পরিখাটিকে নদীর পানি দ্বারা সর্বদা পরিপূর্ণ রাখা হতো। এভাবে দামেস্ক একটি শক্তিশালী ও নিরাপদ শহর ছিল যেখানে প্রবেশ করা সহজসাধ্য ছিল না। (সৈয়্যদানা উমর বিন খাত্তাব, প্রণেতা- আলি মহম্মদ সালাবি, পৃ: ৭২৫)

হযরত আবু বকর (রা.) যখন সিরিয়া অভিমুখে বিভিন্ন সেনাদল প্রেরণ করেন তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে একটি সেনাদলের আমীর নিযুক্ত করে 'হিমস' যাওয়ার নির্দেশ দেন। হিমস ছিল দামেস্কের নিকটবর্তী সিরিয়ার একটি প্রাচীন, বিখ্যাত ও বড় শহর।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৩) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ১০৬)

হযরত আবু বকর (রা.)-এর নির্দেশে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) দামেস্কে পৌঁছে অন্যান্য মুসলিম সেনাদলের সাথে এটি অবরোধ করেন। দামেস্কবাসীরা দুর্গের প্রাচীরে উঠে মুসলমানদের ওপর পাথর ও তির নিক্ষেপ করতো আর মুসলমানরা চামড়ার ঢাল দ্বারা আত্মরক্ষা করতো। সুযোগ বুঝে মুসলমানরাও তাদের প্রতি তির নিক্ষেপ করতো। এভাবে বিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলেও কোন ফলাফল লাভ হয় নি।

দুর্গে অবরুদ্ধ থাকার কারণে দামেস্কবাসীরা চরম কষ্টে নিপতিত ছিল। দুর্গে রসদও ফুরিয়ে যাচ্ছিল। এছাড়া দামেস্কবাসীর ক্ষেত-খামার দুর্গের বাইরে থাকায় তাদের চাষাবাদের ক্ষতি হচ্ছিল। দুর্গে খাদ্যশস্য আসতে পারছিল না। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রেরও ঘাটতি ছিল। অবরোধ দীর্ঘায়িত হবার কারণে তারা চরম উৎকণ্ঠা ও বিপদে জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। এ সময় অর্থাৎ অবরোধের বিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর মুসলমানরা সংবাদ পায় যে, 'আজানাদায়েন' নামক স্থানে সম্রাট হিরাক্লিয়াস রোমানদের এক বিরাট সেনাদল সমবেত করেছে। হযরত খালেদ (রা.) এ সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে 'বাবে শারকী' তথা পূর্বদিকের ফটক থেকে রওয়ানা হয়ে 'বাবে জাবিয়া' তথা জাবিয়া গেটে হযরত আবু উবায়দার কাছে যান এবং পরিস্থি তি সম্পর্কে অবগত করে নিজের মতামত প্রদান করেন যে, (চলুন!) আমরা দামেস্কের অবরোধ তুলে নিয়ে আজনাদায়েন-এ রোমান সেনাদের মুখোমুখি হই। আর আল্লাহ্ যদি আমাদের বিজয় দান করেন তাহলে আমরা এখানে ফিরে এসে দামেস্কের সমস্যার সমাধান করবো। হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, আমার মতামত এর বিপরীত, কেননা বিশ দিন দুর্গে অবরুদ্ধ থাকার কারণে দামেস্কবাসী অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে এবং তাদের হৃদয়ে আমাদের প্রতাপ বিস্তার লাভকরেছে। আমরা এখান থেকে চলে গেলে তারা স্বস্তি পাবে এবং প্রচুর পরিমাণে পানাহার সামগ্রী দুর্গে জড়ো করবে আর আমরা যখন আজনাদায়েন থেকে এখানে ফিরে আসব তখন তারা দীর্ঘ দিনের জন্য আমাদের মোকাবিলা করতে সমর্থ হয়ে উঠবে।

হযরত খালেদ, হযরত আবু উবায়দার সাথে সহমত পোষণপূর্বক অবরোধ অব্যাহত রাখেন এবং দামেস্কের দুর্গের বিভিন্ন ফটকে মোতায়েন সকল মুসলমান নেতাকে নির্দেশ দেন যে, নিজেদের পক্ষ থেকে আক্রমণ আরও জোরদার করুন।

হযরত খালেদের নির্দেশ পালনে চতুর্দিক থেকে ইসলামী সেনারা প্রবল আক্রমণ আরম্ভ করে। এভাবে দামেস্ক অবরোধের একুশ দিন অতিবাহিত হয়ে যায়।

হযরত খালেদ মুসলমানদেরকে আক্রমণ জোরদার করতে উদ্বুদ্ধ করে নিজেও পূর্বদিকের ফটক থেকে জোরালো আক্রমণ অব্যাহত রাখেন। দামেস্কবাসীরা এ পর্যায়ে একেবারেই নিরুপায় হয়ে পড়েছিল এবং সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সাহায্যের প্রতীক্ষা করছিল। হযরত খালেদ উপর্যুপরি আক্রমণ অব্যাহত রাখেন। এভাবেই যুদ্ধরত অবস্থায় তিনি দেখেন, দুর্গের প্রাচীরের ওপর যেসব রোমান সৈন্য ছিল তারা হঠাৎ তালি বাজিয়ে লম্ফঝম্প করছে এবং আনন্দ-উল্লাস করছে। মুসলমানরা বিস্ময়ে তাদের দেখতে থাকে। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) একদিকে তাকিয়ে দেখেন, (দিগন্তে) বিশাল ধুলোর মেঘ এদিকে ধেয়ে আসছে যার ফলে আকাশ অন্ধকার দেখাচ্ছিল; মনে হচ্ছিল দিনের বেলাতেও অন্ধকার ছেয়ে গেছে। হযরত খালেদ (রা.) সাথে সাথে বু ঝতে পারেন যে, দামেস্কবাসীর সাহায্যার্থে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সেনাদল ধেয়ে আসছে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকজন গুপ্তচর বিষয়টির সত্যতাও নিশ্চিত করে যে, আমরা পাহাড়ী উপত্যকার দিকে বিশাল এক সেনাদল দেখেছি আর নিঃসন্দেহে তারা রোমান সেনাদল। হযরত খালেদ (রা.) তৎক্ষণাৎ গিয়ে হযরত আবু উবায়দাকে পরিস্থিতি অবগত করে বলেন, আমি সংকল্প করেছি, পুরো (মুসলিম) বাহিনী নিয়ে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের পাঠানো সেনাদলকে মোকাবিলা করতে যাব; এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ কী? হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, এটি সমীচীন হবে না। কারণ আমরা যদি এই স্থান ত্যাগ করি তাহলে দুর্গবাসীরা বাইরে বেরিয়ে এসে আমাদের সাথে যুদ্ধ করবে। একদিকে হিরাক্লিয়াসের সেনাদল আক্রমণ করবে, অপরদিক থেকে দামেস্কবাসী আক্রমণ করবে; আমরা রোমানদের দুই বাহিনীর (দ্বিমুখী আক্রমণের) মাঝে বিপদে পড়ে যাব।

তখন হযরত খালেদ বলেন, তাহলে আপনার মতামত কী? হযরত আবু উবায়দা বলেন, তুমি একজন নির্ভীক ও বীর পুরুষকে নির্বাচন করো এবং তার সাথে একটি দল শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য পাঠিয়ে দাও। অতএব হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ, হযরত যিরার বিন আযওয়ারকে পাঁচশ আরোহীর সেনাদল দিয়ে রোমান বাহিনীর মোকাবিলার জন্য

প্রেরণ করেন। অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত যিরারের সেনাদলের সংখ্যা পাঁচ হাজারও বর্ণিত হয়েছে।

(মরদানে আরব, ১ম ভাগ, প্রণেতা-আব্দুস সাত্তার হামদানি, পৃ: ২০৩-২০৪) (ফুতুহুশ শাম, প্রণেতা- ওয়াকদি, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৮)

যাহোক হযরত যিরার পাঁচশ সৈন্য বা যত সৈন্যই ছিল, তাদের নিয়ে রোমান সেনাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কয়েকজন সৈন্য রোমানদের বহর দেখে তাকে বলে, এই বাহিনী অনেক বড় এবং আমরা মাত্র পাঁচশ জন; আমাদের ফিরে যাওয়া এবং নিজেদের (পুরো) বাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে এদের মোকাবিলা করাই শ্রেয়। হযরত যিরার বলেন, শত্রুদের সংখ্যাধিক্য দেখে ভয় পেয়ো না। আল্লাহ্ তা'লা বহুবার স্বল্পসংখ্যককে অধিকসংখ্যকের ওপর জয়ী করেছেন, এবারও তিনি আমাদের সাহায্য করবেন। হে বন্ধুগণ! ফিরে যাওয়া তো জিহাদ থেকে পলায়নের নামান্তর, যা আল্লাহ্ তা'লা পছন্দ করেন না। তোমরা কি আরবদের সাহসিকতা ও আত্মনিবেদনকে কলঙ্কিত করবে? যে ফিরে যেতে চায়সে চলে যাক; আমি অবশ্যই লড়াই করবো এবং ইসলামের নাম সমুন্নত করবো। আল্লাহ্ যেন আমাকে পালাতে না দেখেন!

মুসলমানরা সবাই সমস্বরে বলে, আমরা সবাই ইসলামের জন্য উৎসর্গ হয়ে যাব, শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করব! (অর্থাৎ আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।)হযরত যিরার আনন্দিত হন। তিনি নির্দেশ দেন যে, শত্রুর ওপর একযোগে আক্রমণ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দাও। হযরত যিরার ও মুসলমানগণ রোমান বাহিনীর ওপর উপর্যুপরি আক্রমণ করেন এবং বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। রোমান সেনাপতির ছেলে হযরত যিরারের ওপর আক্রমণ করে এবং তার বাম বাহুতে বর্শা দিয়ে আঘাত করে, যার কারণে প্রবলবেগে রক্ত বইতে আরম্ভ করে; এক মুহূর্ত পরেই তিনিও তার হৃদপিণ্ড বরাবর বর্শা দিয়ে আঘাত করে তাকে হত্যা করেন। তার (যিরারের) বর্শা তার বক্ষে আটকে যায় এবং (বর্শার) ফলা ভেঙে যায়। রোমানরা যখন দেখে যে, তার (অর্থাৎ যিরারের) বর্শার ফলা নেই; তখন তারাতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে বন্দি করে ফেলে।

(ইসলামী জঙ্গেঁ, পৃ: ১২৩,১২৫) (মরদানে আরব, ১ম ভাগ, প্রণেতা-আব্দুস সাত্তার হামদানি, পৃ: ২০৬) কেননা হাতে কোন অস্ত্র ছিল না।

সাহাবীরা যখন দেখেন যে, হযরত যিরার আটক হয়ে পড়েছেন তখন তারা অত্যন্ত বিমর্ষ ও উদ্বিগ্ন হন। তারা কয়েকবার প্রতিরোধমূলক আক্রমণ করলেও তাকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হন। হযরত খালেদ (রা.) যখন হযরত যিরারের বন্দি হবার সংবাদ লাভ করেন তখন তিনি খুবই উৎকণ্ঠিত হন এবং সঙ্গীদের নিকট থেকে রোমান সৈন্যদের সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে হযরত আবু উবায়দার সাথে পরামর্শ করেন এবং আক্রমণের বিষয়ে (তার) মতামত গ্রহণ করেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, দামেস্ক অবরোধের যথার্থ ব্যবস্থা করে আপনি আক্রমণ করতে পারেন। যেহেতু সেসময় হযরত আবু উবায়দা কমাণ্ডার বা সেনাপতি ছিলেন। হযরত খালেদ (রা.) অবরোধের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার পর নিজ সঙ্গীদের নিয়ে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং তাদের নির্দেশ দেন যে, শত্রুদের পাওয়ামাত্রই অকস্মাৎ তাদের ওপর আক্রমণ করবে। যদি তারা যিরারকে হত্যা না করে থাকে তাহলে হয়ত আমরা তাকে ছাড়িয়ে আনব। আর যদি যিরারকে শহীদ করে ফেলে তাহলে আল্লাহ্র কসম! আমরা তাদের কাছ থেকে এর যথাযথ প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। যদিও আমি আশা করি, আল্লাহ্ তা'লা যিরারের বিষয়ে আমাদেরকে কষ্টে নিপতিত করবেন না। এরই মাঝে হযরত খালেদ একজন অশ্বারোহীকে লাল রংয়ের উন্নত মানের ঘোড়ায় (আরোহিত অবস্থায়) প্রত্যক্ষ করেন যার হাতে চকচকে দীর্ঘ বর্শা ছিল। তার বেশ-ভূষায় বীরত্ব, বিচক্ষণতা এবং রণনৈপুন্য স্পষ্ট ছিল। (সে) বর্মের ওপর পোশাক পরিহিত ছিল। গোটা শরীর এবং মুখমণ্ডল আবৃত ছিল এবং সেনাদলের অগ্রভাগে ছিল।

হযরত খালেদ (রা.) আকাঙ্ক্ষা করেন যে, হায়! এই অশ্বারোহী কে তা যদি আমি জানতে পারতাম। আল্লাহ্র কসম! এ ব্যক্তিকে অত্যন্ত সাহসী ও নির্ভীক মনে হচ্ছে। সবাই তার পেছনে পেছনে যাচ্ছিল। ইসলামী সৈন্যদল যখন কাফেরদের নিকটবর্তী হয় তখন লোকজন সেই অশ্বারোহীকে রোমানদের ওপর এমনভাবে আক্রমণ করতে দেখে যেভাবে বাজপাখি ছোট পাখিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার একটিমাত্র আক্রমণ শত্রুসৈন্যদলে ত্রাস সৃষ্টি করে দেয় এবং লাশের স্তুপ বানিয়ে দেয়। আর সম্মুখে অগ্রসর হতে হতে শত্রুসৈন্যদলের কেন্দ্রে বা ব্যূহে ঢুকে যায়। সে যেহেতু নিজ প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়েছিল তাই পুনরায় ঘুরে কাফের সেনাসারি ভেদ করে তাদের ভেতরে ঢুকে যেতে থাকে। যে-ই সামনে আসছিল তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলে। কারো কারো ধারণা ছিল যে, এই ব্যক্তি হযরত খালেদই হতে পারেন। রাফে বিস্মিত হয়ে খালেদকে জিজ্ঞেস করেন, এই ব্যক্তি কে? হযরত খালেদ বলেন, আমার জানা নেই। আমি নিজেই অবাক যে, কে এই ব্যক্তি?

হযরত খালেদ সেনাদলের সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন এমতাবস্থায় সেই আরোহী পুনরায় রোমান সেনাদের মাঝ থেকে বের হয়। রোমানদের কোন সৈন্যই তার বিপরীতে দাঁড়াতে পারছিল না এবং সে রোমানদের মাঝে একাই কয়েকজনের সাথে লড়াই করছিল। এরই মধ্যে হযরত খালেদ আক্রমণ করে তাকে কাফেরদের বেষ্টনী থেকে মুক্ত করেন আর এ ব্যক্তি ইসলামী সেনাদলের মাঝে পৌঁছে যায়। হযরত খালেদ (রা.) তাকে বলেন, তুমি আল্লাহ্র শত্রুদের ওপর নিজের ক্রোধ প্রদর্শন করেছ, বল তুমি কে? সেই আরোহী কোন উত্তর না দিয়ে পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। হযরত খালেদ বলেন, হে আল্লাহ্র বান্দা! তুমি আমাকে এবং সমস্ত মুসলমানকে উৎকণ্ঠায় নিপতিত করেছ। তুমি এতটাই ভ্রুক্ষেপহীন! আসলে তুমি কে? হযরত খালেদের বারংবার অনুরোধের প্রেক্ষিতে সে উত্তর দেয়, আমি অবাধ্যতার কারণে (আপনাকে) উপেক্ষা করি নি। অর্থাৎ এমন নয় যে, আমি অবাধ্য, তাই আপনাদের উত্তর দিচ্ছি না, বরং আমি লজ্জাবোধ করছি, কেননা আমি পুরুষ নই; একজন নারী।

তো নারীরাও এমন বীরত্বের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করতেন। আমার মর্মপীড়া আমাকে এক্ষেত্রে নামতে বাধ্য করেছে। খালেদ জিজ্ঞেস করেন, কোন নারী? সেই মহিলা বলেন, আমি হলাম যিরারের বোন খওলা বিনতে আযওয়ার। ভাইয়ের আটক হবার সংবাদ পেয়ে আমি তা-ই করেছি যা আপনি দেখেছেন। একথা শুনে হযরত খালেদ বলেন, আমাদের সবার সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করা উচিত। আমি আল্লাহ্ তা'লার সমীপে প্রত্যাশা রাখি যে, তিনি যিরারকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিবেন। হযরত খওলা বলেন, আমিও আক্রমণের ক্ষেত্রে সম্মুখ সারিতে থাকব। এরপর হযরত খালেদ জোরালো আক্রমণ করেন। রোমানদের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যায় এবং তাদের সেনাদল বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। হযরত রাফে বীরত্বের নৈপুন্য প্রদর্শন করেন। মুসলমানরা পুনরায় জোরালো আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল, তখন অকস্মাৎ কাফের সৈন্যদলের কতিপয় আরোহী নিরাপত্তা প্রার্থনা করে দ্রুত এদিকে (অর্থাৎ মুসলমানদের দিকে) চলে আসে। হযরত খালেদ (রা.) বলেন, তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়ে দাও আর আমার কাছে নিয়ে আস। এরপর খালেদ (রা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, তোমরা কারা? তারা বলে, আমরা রোমান সেনাবাহিনীর লোক এবং হিমসের অধিবাসী আরসন্ধির প্রত্যাশী। হযরত খালেদ (রা.) বলেন, সন্ধি তো হিমস গিয়ে হবে। এখানে সময়ের পূর্বে আমি সন্ধি করতে পারবো না। তবে তোমাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করা হলো। যখন আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত দিবেন এবং আমরা বিজয় অর্জন করবো তখন সেখানে কথা হবে। তবে এটা বলো যে, আমাদের একজন বীর যিনি তোমাদের নেতার পুত্রকে হত্যা করেছিলেন, তার সম্পর্কে তোমরা কিছু জানো কিনা। তারা বলে, আপনি সম্ভবত সে ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছেন যিনি উন্মুক্ত শরীরে ছিলেন এবং যিনি আমাদের অনেক ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন আর নেতার পুত্রকে হত্যা করেছিলেন। খালেদ (রা.) বলেন, হ্যাঁ, তিনিই। তারা বলে, তিনি যখনবন্দি হন এবং ওয়ারদানের কাছে পৌঁছেন তখন ওয়ারদান তাকে একশো আরোহীর দলের সাথে হিমসে প্রেরণ করেছে যেন তাকে বাদশাহ্র কাছে পৌঁছানো হয়।

এটা শুনে খালেদ (রা.) অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং হযরত রাফেকে ডেকে বলেন, তুমি পথঘাট ভালোভাবে চিন। নিজ পছন্দের যুবকদের নিয়ে হিমস পৌঁছানোর পূর্বেই হযরত যিরারকে মুক্ত করে আন এবং নিজ প্রভুর কাছে পুরস্কার লাভ কর। হযরত রাফে একশ যুবককে নির্বাচিত করেন এবং রওয়ানা হতে যাচ্ছিলেন এমন সময় হযরত খওলা কাকুতিমিনতি করে হযরত খালেদের (রা.) কাছ থেকে যাওয়ার অনুমতি নিয়ে নেন আর সবাই হযরত রাফে-র নেতৃত্বে হযরতযিরারকে (রা.) উদ্ধার করতে হিমস এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন । হযরত রাফে দ্রুত অগ্রসর হন এবং একটি স্থানে পৌঁছে তিনি নিজ সঙ্গীদের বলেন, আনন্দিত হও, শত্রুরা এর চেয়ে সামনে যায়নি এবং সেখানে নিজের একটি সেনাদলকে লুকিয়ে রাখেন। তাদের সেই অবস্থায় থাকতেই ধুলা উড়তে দেখা যায়। হযরত রাফে মুসলমানদেরকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন। মুসলমানরা প্রস্তুত হয়ে বসে ছিল এমতাবস্থায় রোমানরা (সেখানে) পৌঁছে। হযরত যিরার (রা.) তাদের কাছে বন্দি ছিলেন এবং বেদনাভরা কণ্ঠে পঙক্তি পড়ছিলেন যে, হে সংবাদদাতা! আমার জাতি ও খওলাকে এই সংবাদ পৌঁছে দাও যে, আমি বন্দি এবং মশকে বাঁধা রয়েছি। সিরিয়ার কাফের ও বিধর্মীরা আমাকে ঘিরে রেখেছে এবং সবাই বর্ম পরিহিত। হে (আমার) হৃদয়! তুমি দুঃখ ও বেদনার কারণে

মৃত্যু বরণ কর এবং হে যৌবনের অশ্রু! আমার গালে বয়ে যাও। যে পঙক্তিগুলো তিনি পড়ছিলেন তার অর্থ হলো এটি। হযরত খওলা চিৎকার করে বলেন, তোমার দোয়া কবুল হয়েছে। আল্লাহ্‌র সাহায্য এসে গেছে। আমি হলাম তোমার বোন খওলা, আর এটি বলে তিনি জোরে তকবীর দিয়ে আক্রমণ করেন। আর অন্য মুসলমানরাও তকবীর দিয়ে আক্রমণ করে।

মুসলমানরা সেই দলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। সবাইকে হত্যা করা হয়। হযরত যিরার (রা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা মুক্তি প্রদান করেন এবং মুসলমানরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জন করে। হযরত খওলা নিজ হাতে ভাইয়ের রশি খুলে দেন এবং সালাম প্রদান করেন। হযরত যিরার (রা.) নিজ বোনকে বাহবা দেন এবং সাধুবাদ জানান। একটি দীর্ঘ বর্শা হাতে নেন এবং একটি ঘোড়ায় আরোহন করেন আর খোদা তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এখানে এই আনন্দ ছিল আর অপর দিকে দামেস্কে হযরত খালেদ জোরালো আক্রমণ করে ওয়ারদানকে পরাজিত করেন। তারা পালিয়ে যায় এবং মুসলমানরা তাদের পিছু ধাওয়া করে। সেখানে হযরত যিরার (রা.) এবং অন্য মুসলমানদের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। বিজয়ের সংবাদ হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর কাছে প্রেরণ করা হয়। এখন মুসলমানদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে দামেস্ক বিজয় হতে যাচ্ছে।

(ফুতুহাতে শাম, প্রণেত- ফযল মহম্মদ ইউসুফ, পৃ:৭৫-৮১)

অপরদিকে ইসলামী সেনাবাহিনী দামেস্কে অবস্থান করছিল এবং দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিল। এমন সময় বুসরা থেকে হযরত আব্বাদ বিন সাঈদ হযরত খালেদের (রা.) কাছে আসেন এবং তাকে সংবাদ দেন যে, রোমানদের নব্বই হাজার সেনা আজনাদায়েন নামক স্থানে সমবেত হয়েছে। হযরত খালেদ (রা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর সাথে পরামর্শ করলে তিনি বলেন, আমাদের সেনাবাহিনী সিরিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। অতএব তাদের সবাইকে পত্র লিখে দাও তারা যেন আমাদের সাথে আজনাদায়েন নামক স্থানে এসে একত্রিত হয়। আর আমরাও এখন দামেস্কের দুর্গের অবরোধ তুলে নিয়ে আজনাদায়েনের দিকে যাত্রা করবো।

(মরদানে আরব, ১ম ভাগ, প্রণেতা-আব্দুস সাত্তার হামদানি, পৃ: ২১৪)

হিরাক্লিয়াসের কাছে ওয়ারদানের পরাজয়ের সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিল। অধিকন্তু তার ছেলের নিহত হওয়ার বিষয়েও সে বিস্তারিত জেনে গিয়েছিল। অতএব হিরাক্লিয়াস তাকে অত্যন্ত বকাঝকা করে লিখে, আমি সংবাদ পেয়েছি যে, বস্ত্রহীন ও ক্ষুধার্ত আরবরা তোমাকে পরাজিত করেছে এবং তোমার ছেলেকে হত্যা করেছে। মসীহ্ তার ওপরও কৃপা করেন নি আর তোমার ওপরও নয়। যদি তোমার বীরত্ব ও সুদক্ষ তরবারি চালনার প্রসিদ্ধি না থাকতো তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করতাম। যাহোক, যা হবার তা হয়েছে, আমি আজনাদায়েনঅভিমুখে নব্বই হাজার সেনা প্রেরণ করেছি। তোমাকে আমি তাদের সেনাপ্রধান হিসেবে নিযুক্ত করছি।

(ফুতুহাতে শাম, প্রণেত- ফযল মহম্মদ ইউসুফ, পৃ:৮১)

হযরত খালেদ দামেস্কের অবরোধ শেষ করে আজনাদায়েন অভিমুখে সেনাদলকে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। নির্দেশ পাওয়া মাত্র মুসলমানরা দ্রুত তাঁবু গুটিয়ে অবশিষ্ট মালপত্র উটের ওপর চাপাতে আরম্ভ করে। গনিমতের সম্পদ হিসেবে প্রাপ্ত উট এবং মালপত্র টানার উটগুলোকে মহিলা ও শিশুদের সাথে সৈন্যবাহিনীর পিছনের দিকে রাখা হয় এবং অবশিষ্ট আরোহীদের সেনাবাহিনীর সম্মুখে রাখা হয়। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ বলেন, আমার মতে আমি মহিলা এবং শিশুদের কাফেলার সাথে সেনাবাহিনীর পিছনে থাকব (অর্থাৎ হযরত আবু উবায়দাকে বলেন) আর আপনি সেনাদলের সম্মুখেথাকবেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, হতে পারে যে, ওয়ারদান তার সেনাদল নিয়ে আজনাদায়েন থেকে দামেস্কের দিকে রওয়ানা হয়েছে এবং তাদের মুখোমুখি হতে হবে। যদি তুমি সেনাবাহিনীর সামনে থাক তাহলে তুমি তাদেরকে বাধা দিতে পারবে এবং মোকাবিলা করতে পারবে। সুতরাং তুমি সামনে থাক এবং আমি পিছনে থাকি। হযরত খালেদ বলেন, আপনি যথার্থ বলেছেন। আমি আপনার পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের বিপরীত কিছু করবো না। যখন ইসলামী সেনাবাহিনী দামেস্ক অবরোধ পরিত্যাগ করে রওয়ানা হয় তখন সেনাবাহিনীকে যাত্রা করতে দেখে দামেস্কবাসীরা আনন্দে লম্ফঝম্প করতে থাকে আর তালি বাজিয়ে নিজেদের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ করতে থাকে। ইসলামী সেনাবাহিনীর যাত্রা করা সম্পর্কে দামেস্কবাসীরা বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করে। কেউ বলে, আজনাদায়েনে আমাদের বিশাল সেনাদলের একত্রিত হবার সংবাদ পেয়ে মুসলমানরা সিরিয়ায় তাদের অন্যান্য বাহিনীর সাথে একত্রিত হতে গিয়েছে। আবার কেউ বলে, অবরোধে অতিষ্ঠ হয়ে তারা অন্য কোন স্থানে সেনাঅভিযান করতে যাচ্ছে। আর কেউ কেউ এ কথা পর্যন্ত বলে যে, তারা পালিয়ে হেজাযে ফিরে যাচ্ছে।

(ফুতুহাতে শাম, প্রণেত- ফযল মহম্মদ ইউসুফ, পৃ:২১৬-২১৭

দামেস্কবাসীরা এক ব্যক্তির কাছে সমবেত হয় যার নাম ছিল বুলিস, অর্থাৎ সেখানে যতজন ছিল। আর সে এর পূর্বে কোন যুদ্ধে সাহাবীদের সামনে আসেনি। এই ব্যক্তি হিরাক্লিয়াস এর অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও উন্নত মানের তিরন্দাজ ছিল। দামেস্কবাসীরা তাকে তাদের নেতা মনোনীত করে আর সকল প্রকার লালসা দিয়ে যুদ্ধের জন্য রাজি করায়। অধিকন্তু তারা এই কথার শপথ করে যে, তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাবে না আর তাদের মধ্য থেকে কেউ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করলে তাকে নিজ হাতে হত্যা করার অধিকার তার থাকবে। এই অঙ্গীকার ও শপথ গ্রহণ যখন শেষ হয় আর বুলিস ঘরে গিয়ে যুদ্ধের পোশাক পরিধান করছিল তখন তার স্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করে যে, তুমি কোথায় যাচ্ছ? বুলিস বললো, দামেস্কবাসীরা আমাকে তাদের আমীর নির্বাচন করেছে আর এখন আরবদের সাথে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি।

তার স্ত্রী তাকে বলে, এমনটা কোরো না, বরং ঘরে বসে থাক। তোমার মাঝে আরবদের সাথে লড়াইয়ের সামর্থ্য নেই। অযথা তাদের সাথে লড়াই করতে যেও না। আমি আজই স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমার হাতে একটি কামান রয়েছে আর তুমি আকাশে পাখি শিকার করছ। কিছু পাখি আহত হয়ে পড়ে যায়, কিন্তু তারা পুনরায় উঠে উড়তে থাকে। আমি আশ্চর্য ছিলাম এমন সময় হঠাৎ ওপর থেকে, স্বপ্নেই দেখি যে, ঈগল পাখি এসেছে। শুধু একটি নয় বরং অনেকগুলো ঈগল পাখি এসেছে আর তোমার ও তোমার সঙ্গীদের ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যে, সবাইকে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছে। বুলিস বলে, তুমি আমাকেও স্বপ্নে দেখেছিলে? সে বলে, হ্যাঁ। ঈগল তোমাকে জোরে ঠোকর মেরেছে আর তুমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে। বু লিস তার কথা শুনে তার স্ত্রীকে চপেটাঘাত করে আর বলে, তোমার মনে আরবদের ভীতি ভর করেছে আর স্বপ্নেও সেই ভয় দেখা দিয়েছে। ভয় পেয়ো না। আমি এখনই তাদের আমীরকে তোমার সেবক আর তার সঙ্গীদেরকে ছাগল ও শুকরের রাখাল বানিয়ে দিব।

বুলিস অতি দ্রুততার সাথে ছয় হাজার আরোহী ও দশ হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের পিছনে রওয়ানা হয় এবং ইসলামী সেনাবাহিনীর নারী, শিশু, সম্পদ, গবাদিপশু এবং আবু উবায়দার এক হাজার সেনাবাহিনীর পিছু নেয়। মুসলমানরাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। দেখতে দেখতে কাফের বাহিনী সেখানে পৌঁছে যায়। বুলিস সর্বাগ্রে ছিল, সে একসাথে ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে আবু উবায়দার ওপর আক্রমণ করে। বুলিসের ভাই বুতরুস পদাতিক বাহিনীর সাথে মহিলাদের দিকে অগ্রসর হয় এবং কতক মহিলাকে গ্রেফতার করে পুনরায় দামেস্কের দিকে যাত্রা করে। এক জায়গায় পৌঁছে সে তার ভাইয়ের অপেক্ষায় বসে পড়ে। হযরত আবু উবায়দা এই আকস্মিক বিপদ বা সংকট দেখে বলেন, খালেদের মতই সঠিক ছিল যে, তিনি সেনাবাহিনীর পেছনে থাকবেন। এদিকে নারী ও শিশুরা চিৎকার করছিল আর অপরদিকে একহাজার মুসলিম বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করছিল। বুলিস হযরত আবু উবায়দার ওপর উপর্যুপরি আক্রমণ করে। আবু উবায়দাও দাপটের সাথে যুদ্ধ করেন। হযরত সাহাল দ্রুতগতির ঘোড়ায় আরোহন করে হযরত খালেদের কাছে পৌঁছে পুরো বৃত্তান্ত শুনান। হযরত খালেদ (রা.) ইন্নালিল্লাহ্ পড়েন। তিনি (রা.) হযরত রাফে এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফকে এক হাজার করে সৈন্য দিয়ে প্রেরণ করেন যেন শিশু ও নারীদের নিরাপত্তা বিধান হয়। এরপর হযরত যিরারকে এক হাজার সৈন্য দিয়ে বিদায় দেন এবং নিজেও সেনাবাহিনী নিয়ে শত্রুপক্ষের দিকে যাত্রা করেন। এদিকে হযরত আবু উবায়দা বুলিসের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন, ইত্যবসরে বিভিন্ন এলাকা থেকে আগমনরত মুসলমানদের সেনাবাহিনী এসে পৌঁছে যায়। তারা এমন আক্রমণ করে যে, দামেস্ক থেকে এসে আক্রমণকারী রোমানদের কাছে নিজেদের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়। হযরত যিরার অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বুলিসের দিকে অগ্রসর হন। তাকে দেখে সে কেঁপে ওঠে এবং তাকে চিনে ফেলে। বুলিস ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে পালাতে থাকে। হযরত যিরারও তার পিছু ধাওয়া করেন এবং তাকে জীবিত ধরে বন্দি করেন। এ যুদ্ধে কাফেরদের ছয় হাজার সৈন্যের মাঝে বহু কষ্টে একশজন জীবিত ছিল। হযরত যিরার চিন্তিত ছিলেন, কেননা হযরত খওলাও বন্দি হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত খালেদ (রা.) বলেন, চিন্তা করো না, আমরা তাদের এমন ব্যক্তিদের পাকড়াও করে রেখেছি যাদের বিনিময়ে তারা অতি সহজেই আমাদের বন্দিদের মুক্ত করে দিবে।

হযরত খালেদ দুই হাজার সৈন্য নিজের সাথে নেন এবং অবশিষ্ট্য পুরো সেনাবাহিনী হযরত আবু উবায়দার কাছে দিয়ে দেন যেন নারীরা সুরক্ষিত থাকে এবং নিজে বন্দি নারীদের সন্ধানে বের হয়ে যান। তিনি দ্রুতপদে গিয়ে সেই স্থানে উপনীত হন যেখানে শত্রুরা মুসলমান নারীদের বন্দি করে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি লক্ষ্য করেনযে, ধুলা উড়ছে। তিনি অবাক হন যে, এখানে কেন যুদ্ধ হচ্ছে! অনুসন্ধানে জানা যায়, বুলিসের ভাই বুতরুস মহিলাদেরকে গ্রেফতার করে নদীর তীরে ভাইয়ের অপেক্ষায় থেমে গিয়েছিল আর এখন তারা নারীদেরকে নিজেদের মাঝে বণ্টন করছিল। বুতরুস হযরত খওলা সম্পর্কে বলে যে, এ নারী আমার। তারা নারীদেরকে একটি তাঁবুতে বন্দি করে রাখে এবং নিজেরা বিশ্রাম নিতে থাকে। সেইসাথে তারা বুলিসের অপেক্ষায়ও ছিল। এসব নারীর মাঝে অধিকাংশই সাহসী এবং অশ্বারোহনে পারদশী নারী ছিল। তারা সব ধরনের যুদ্ধ করতে জানতো। তারা পরস্পর একত্র হয় এবং হযরত খওলা তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, হে হিমিয়ার গোত্রের মেয়েরা! আর হে তুবা গোত্রের স্মৃতিচিহ্নরা! তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট যে,রোমান কাফেররা তোমাদেরকে দাসী বানাবে। কোথায় গেল তোমাদের বীরত্ব এবং তোমাদের সেই আত্মাভিমানের আজ কী হলো যার চর্চা আরবের বিভিন্ন বৈঠকে করা হতো? আক্ষেপ, আজ আমি তোমাদেরকে আত্মাভিমান থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বীরত্ব ও অনুরাগশূন্য দেখতে পাচ্ছি। এই আহুত আপদ থেকে তো তোমাদের মৃত্যুই উত্তম।

একথা শুনে একজন মহিলা সাহবী বলেন, হে খওলা! তুমি যা কিছু বলেছ নিঃসন্দেহে সত্য, কিন্তু তুমি আমাদের বল, এখন আমরা বন্দি, আমাদের হাতে বর্শা, তরবারি কিছুই নেই আমরা কী করতে পারি? ঘোড়াও নেই, অস্ত্রও নেই কেননা আমাদেরকে অকস্মাৎ বন্দি করে ফেলা হয়েছে। হযরত খওলা বলেন, চেয়ে দেখ, তাঁবুর খুঁটি তো আছে। আমাদের উচিত এগুলো উঠিয়ে এই দুষ্ট লোকদের ওপর আক্রমণ করা। এরপর আল্লাহ্ তা'লা সাহায্য করবেন। হয় আমরা জয়ী হবো না হয় কমপক্ষে শহীদ হয়ে যাবো। এ কথা শুনে প্র ত্যেক মহিলা তাঁবুর একটি করে খুঁটি উঠিয়ে নেয়। হযরত খওলা একটি খুঁটি কাঁধে নিয়ে এগিয়ে যান।

হযরত খওলা তার অধীনস্থ মহিলাদের বলেন, তোমরা শিকলের কড়ার ন্যায় একে অপরের সাথে সংঘবদ্ধ হয়ে যাও, পৃথক বা বিছিন্ন হবে না, নইলে সবাই নিহত হবে। এরপর হযরত খওলা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে এক রোমান কাফেরকে আক্রমণ করে হত্যা করেন। রোমানরা উক্ত নারীদের সাহসিকতা ও বীরত্ব দেখে অবাক হয়ে যায়। বুতরুস বলে, হে দুর্ভাগারা এরা কি করছে? এক মহিলা সাহাবী উত্তরে বলেন, আজ আমরা মনস্থ করেছি যে, এসব খুঁটি দিয়ে তোমাদের মাথা ঠিক করে দিব আর তোমাদেরকে হত্যা করে আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্মান রক্ষা করবো। বুতরুস বলে, এদেরকে জীবিত বন্দি কর আর খওলাকে জীবিত বন্দি করার ক্ষেত্রে বিশেষ খেয়াল রাখ। তিন হাজার রোমান সৈন্য চতুর্দিক থেকে তাদেরকে ঘিরে রেখেছিল, কিন্তু কোন ব্যক্তি মুসলমান মহিলাদের কাছে আসতে পারছিল না। যদি কেউ অগ্রসর হতো তাহলে উক্ত মহিলারা তাদের ঘোড়া ও তাদেরকে মেরে ফেলতো। এভাবে এই মহিলারা ত্রিশজন অশ্বারোহীর ভবলীলা সাঙ্গ করে দেয়।

বুতরুস এই অবস্থা দেখে অগ্নিশর্মা হয়ে যায়। সে ঘোড়া থেকে নেমে নিজ সাথীদের সাথে মিলিত হয়ে তরবারি দ্বারা আক্রমণ করে। কিন্তু উক্ত নারীরা সবাই এক স্থানে একত্রিত হয়ে সকলের আক্রমণ প্রতিহত করে। তাই কেউ তাদের কাছে ঘেঁষতে পারেনি। হযরত খওলাকে উদ্দেশ্য করে বুতরুস বলে, হে খওলা! নিজ প্রাণের প্রতি দয়া কর। আমি তোমার মূল্যায়ন করি। আমার হৃদয়েও তোমার জন্য অনেক কিছুরয়েছে। তোমার কি এটি পছন্দ নয় যে, বাদশাহ্র ন্যায় আমি তোমার মনিব হব? আর আমার সকল সম্পত্তি তোমার সম্পত্তি হয়ে যাবে। হযরত খওলা প্রত্যুত্তরে বলন হে দুরাচারী কাফের! আল্লাহ্র কসম, আমার ক্ষমতা থাকলে আমি এখনই তোমার মাথা কাঠের খুঁটি দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলতাম। আল্লাহ্র শপথ, আমি তো এটিও পছন্দ করি না যে, তুমি আমার ছাগল ও উট চরাবে, আর তোমার নিজেকে আমার সমকক্ষ দাঁড় করানো তো দূরের কথা। এতে বুতরুস তার সৈন্যদের বলে, এদের সবাইকে হত্যা কর।

সৈন্যবাহিনী নতুন করে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল আর কেবল আক্রমণ করতেই যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদের নেতৃত্বে মুসলমান সেনাদল সেখানে পেঁ ৗছে যায়। তিনি পুরো পরিস্থিতি ও ঘটনাবলী সম্পর্কে অবগত হন। মহিলাদের এই বীরত্ব ও লড়াই দেখে মুসলমানরা অনেক আনন্দিত হয়। এরপর পুরো মুসলিম সেনাবাহিনী কাফের বাহিনীর সম্মুখে বৃত্তাকার হয়ে দণ্ডায়মান হয় আর একযোগে তাদের ওপর আক্রমণ করে। হযরত খওলা উচ্চস্বরে বলেন, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য এসে গেছে, তিনি (আমাদের প্রতি) অনুগ্রহ করেছেন। মুসলমানদের দেখে বুতরুস উদ্বিগ্ন হয়ে পালাতে আরম্ভ করে, কিন্তু পলায়নের পূর্বেই সে দু 'জন মুসলমান অশ্বারোহীকে নিজের দিকে আসতে দেখে। এদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত খালেদ এবং অপরজন ছিলেন হযরত যিরার। হযরত যিরার তাকে একটি বর্শা ছুঁড়ে মারেন, এতে সে ঘোড়া থেকে পড়তে গিয়েও রক্ষা পায়। এরপর হযরত যিরার তার ওপর আরেকটি আঘাত করলে সে লুটিয়ে পড়ে। মুসলমানরা অনেক রোমান সেনাকে হত্যা করে আর যারা প্রাণে বেঁচে যায় তারা দামেস্ক পালিয়ে যায়।

হযরত খালেদ ফিরে এসে বুলিসকে ডাকেন এবং তার সামনে ইসলামের শিক্ষা উপস্থাপন করেন এবং বলেন, ইসলাম গ্রহণ কর নতুবা তোমার সাথে সেই আচরণই করা হবে যা তোমার ভাইয়ের সাথে করা হয়েছে। বুলিস বলে, আমার ভাইয়ের সাথে কী হয়েছে? খালেদ বলেন, তাকে হত্যা করেছি। বুলিস তার ভাইয়ের পরিণাম দেখে বলে, এখন বেঁচে থাকা মূল্যহীন, তাই আমাকেও আমার ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দাও। সুতরাং তাকেও হত্যা করা হয়।

(ফুতুহাতে শাম, প্রণেতা- ফযল মহম্মদ ইউসুফ, পৃ: ৮২-৮৯)

যাহোক ইসলামী সেনাবাহিনী এরপর পুনরায় আজনাদায়েনে একত্রিত হয়। এর বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বে তুলে ধরা হয়েছে। দামেস্কের এটি দ্বিতীয় অবরোধ ছিল। পূর্বে এক অবরোধ ছেড়ে এসেছিল। এখন এই যুদ্ধের পর পুনরায় দামেস্কের অবরোধ সম্পর্কে লিখিত আছে, আজনাদায়েনের বিজয়ের পর হযরত খালেদ ইসলামী সেনাদলকে দামেস্কের দিকে পুনরায় যাত্রা করার নির্দেশ দেন। দামেস্কবাসীরা আজনাদায়েনে রোমান সেনাবাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ পূর্বেই পেয়েছিল,কিন্তু যখন তারা এ সংবাদ পায় যে, মুসলিম সেনাবাহিনী এখন দামেস্কের উদ্দেশ্যে আসছে তখন তারা খুব ভয় পেয়ে যায়। দামেস্কের বিভিন্ন দিকে বসবাস করা জনগণ ছুটে এসে দুর্গে আশ্রয় নেয় আর দুর্গে তারা যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য একত্র করে নেয় যাতে মুসলিম সেনাবাহিনীর অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হলেও ভাণ্ডার ফুরিয়ে না যায়। এছাড়া তারা অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের উপকরণও জমা করে নেয়। দুর্গের প্রাচীরের ওপর কামান, পাথর, ঢাল, তির, ধনুক ইত্যাদি উপকরণ উঠিয়ে দেয় যাতে দুর্গের প্রাচীরের ওপর থেকে অবরোধকারীদের ওপরআক্রমণ করা যায়। মুসলিম সেনাবাহিনী দামেস্কের কাছাকাছি এসে শিবির স্থাপন করে। এরপর তারা এগিয়ে এসে দুর্গ অবরোধ করে। হযরত খালেদ (রা.) দামেস্কের সবগুলো ফটকে নেতাদেরকে তাদের সেনাদলসহ মোতায়েন করেন।

(মরদানে আরব, ১ম ভাগ, প্রণেতা-আব্দুস সাত্তার হামদানি,পৃ: ২৪৭)

এ সময় দামেস্কের শাসক ছিল তোমা। দামেস্কের নেতৃস্থানীয়, ধনী ও বিজ্ঞ লোকেরা তোমা-কে পরামর্শ দেয় যে, মুসলিম সেনাবাহিনীকে মোকাবিলা করার মতো শক্তি আমাদের নেই, তাই হয় হিরাক্লিয়াসের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো অথবা মুলমানদের সাথে সন্ধি করে নাও। তারা যা চায় তা তাদেরকে দিয়ে নিজ প্রাণ রক্ষা করো। এতে তোমা দম্ভ ও বড়াই করে বলে, আরবদের আমি কিছুই মনে করি না, আমি হলাম মহান হিরাক্লিয়াসের জামাতা এবং যুদ্ধে পারদশী ব্যক্তি। আমি থাকতে মুসলমানরা এই শহরে পা রাখারও সাহস পাবে না।

নেতারা বোঝাতে গেলে তোমা তাদেরকে একথা বলে সান্ত্বনা দেয় যে, অচিরেই হিরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে একটি বড় সেনাবাহিনী আমাদের সাহায্যের জন্য আসছে। তোমা সর্বদিক থেকে মুসলমানদের ওপর জোরালো আক্রমণের নির্দেশ প্রদান করে। এসব আক্রমণের সময় বহু মুসলমান আহত ওশহীদ হন। হযরত আবান বিন সাঈদ (রা.)-এর গায়েও একটি বিষাক্ত তির বিদ্ধ হয়। তির বের করার পর ক্ষতস্থানে তিনি পাগড়ী বেঁ ধে নেন। কিন্তু অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সারা শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়লে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান আর এর কিছুক্ষণ পর শাহাদাত বরণ করেন। আজনাদায়েনের যুদ্ধের সময় হযরত আবান (রা.)-এর বিয়ে হযরত উম্মে আবান (রা.)-এর সাথে হয়েছিল। তখনও পর্যন্ত তার হাতে মেহেদির রঙ এবং মাথায় আতরের সুগন্ধ বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ একদম

## যুগ ইমামের বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

**(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)**

**দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagbangola (Murshidabad)**

নতুন বিয়ে ছিল। হযরত উম্মে আবান (রা.) আরবের সেসব বীরঙ্গানা নারীর মাঝে গণ্য হতেন যারা জিহাদ করার ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন। তিনি তার স্বামীর শাহাদাতের সংবাদ পেয়ে পড়িমড়ি করে ছুটে আসেন এবং নিজ স্বামীর লাশের পাশে ধৈর্য ও অবিচলতার এক মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে যান। নিজের মুখ থেকে তিনি অকৃতজ্ঞতামূলক একটি শব্দও বের করেন নি আর নিজ স্বামীর বিরহে কয়েকটি পঙক্তি পাঠ করেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) তার জানাযার নামায পড়ান। দাফনের পর হযরত উম্মে আবান (রা.) এক দৃঢ় প্রত্যয় ও জোরালো অভিপ্রায় নিয়ে তার তাঁবুতে গিয়ে নিজ হাতে অস্ত্র তুলে নেন এবং নিজের মুখমণ্ডলে কাপড় মুড়ি দিয়ে বাবে তোমায় পৌঁছে যান; যেখানে তার স্বামী শহীদ হয়েছিলেন। বাবে তোমাতে তখন ভীষণ যুদ্ধ চলছিল। হযরত উম্মে আবান (রা.) সেসব মুসলমানের সাথে যুক্ত হয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ করতে থাকেন এবং নিজ তিরের আঘাতে বহু রোমান সৈন্যকে আহত ও নিহত করেন। অবশেষে যুদ্ধ চলাকালেই সুযোগ বুঝে তিনি তোমার নিরাপত্তা প্রহরীকে টার্গেট করেন যার হাতে মহান ক্রুশ ছিল।

এ ক্রুশটি স্বর্ণ নির্মিত ছিল এবং তাতে মূল্যবান মণিমাণিক্য লাগানো ছিল। যে ব্যক্তি এই মহান ক্রুশটি ধরে রেখেছিল সে রোমান সৈন্যদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করছিল এবং ক্রুশের দোহাই দিয়ে বিজয় ও সাফল্যের জন্য দোয়া করছিল। হযরত উম্মে আবান (রা.)-এর তির লাগতেই তার হাত থেকে ক্রুশটি পড়ে যায় আর তা মুসলমানদের হস্তগত হয়।

তোমা যখন দেখে যে, ক্রুশ মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে তখন সে তার সাঙ্গাপাঙ্গাদের সাথে সেটিকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য নীচে নেমে আসে আর ফটক খুলে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তখন রোমানরাও দুর্গের ওপর থেকে তীব্র আক্রমণ করা আরম্ভ করে। তখন হযরত উম্মে আবান (রা.) সুযোগ বুঝে তোমা-র চোখ লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করেন আর তার চোখ স্থায়ীভাবে অন্ধ করে দেন। ফলে তোমা তার সাঙ্গাপাঙ্গাদের সাথে পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং দুর্গে প্রবেশ করে তারা ফটক বন্ধ করে দেয়। তোমা-র এ অবস্থা দেখে দামেস্কের অধিবাসীরা বলে, এজন্যই আমরা বলেছিলাম, এই আরবদের সাথে যুদ্ধ করা আমাদের সাধ্যের বাইরে। তাই আরবদের সাথে সন্ধি করার কোন উপায় বের করতে হবে। একথা শুনে তোমা আরও ক্রোধান্বিত হয়ে নিজ সঙ্গীদেরকে বলে, আমার এ চোখের পরিবর্তে আমি তাদের এক হাজার চক্ষু অন্ধ করে দিব।

(মরদানে আরব, ১ম ভাগ, প্রণেতা-আব্দুস সাত্তার হামদানি, পৃ: ২৪৮-২৫৪)

দামেস্কবাসী হিমস্ থেকে সাহায্যস্বরূপ ২০ হাজার সৈন্য আসার প্রত্যাশায় ছিল। কিন্তু মুসলিমসেনাবাহিনী এই পদক্ষেপ নেয় যে, সৈন্যদের একটি দলকে দামেস্কের পথে মোতায়েন কররোখে। এভাবে হিমস্ থেকে আগত সেনাবাহিনীকে সেখানেই আটকে দেওয়া হয়। মুসলমানরা কঠোরভাবে দামেস্কের অবরোধ করে রাখে এবং অবরোধকালেই আক্রমণ, তিরবর্ষণ এবং কামান দ্বারা শত্রুদেরকে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করতে থাকে। দামেস্কবাসী যখন নিশ্চিত হয়ে যায় যে, তারা কোন সাহায্য পাবে না তখন তাদের মাঝে দুর্বলতা ও ভীরুতা সৃষ্টি হয়ে যায় আর তারা অধিক চেষ্টা প্রচেষ্টা করা ছেড়ে দেয় এবং মুসলমানদের হৃদয়ে তাদেরকে পরাস্ত করার উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড,পৃ: ৩৫৭-৩৫৮)

দামেস্কবাসীর ধারণা ছিল, তীব্র শীতের মধ্যে মুসলমানরা দীর্ঘ অবরোধের ধকল সইতে পারবে না। কিন্তু মুসলমানরা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে পরিস্থিতি সামাল দেয়। দামেস্কের আশেপাশের খালি বাড়িঘরগুলোকে মুসলমানরা আরাম ও বিশ্রামের জন্য ব্যবহার করে। সাপ্তাহিক ব্যবস্থাপনার অধীনে পালাক্রমে যেসব সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে থাকত তারা এসে বিশ্রাম করত আর তারা চলে গেলে আরেক দল সেনা এসে আরাম করত। এছাড়া ফটকে নিয়োজিত এসব সেনাদলের পেছনে তাদের সাহায্য ও তদারকির জন্য আরেকটি দল মোতায়েন থাকত। এভাবে অনেক দীর্ঘস্থায়ী অবরোধের ওপরও নিয়ন্ত্রণ রাখা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু মুসলমানরা এতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, বরং শত্রুদের সুসংবদ্ধ প্র তিরোধ ভাঙার জন্য তাদের যুদ্ধক্ষেত্রের বিশ্লেষণ ও রণকৌশল নিজ কাজ করতে থাকে। আর প্রতিরোধের এই সুশৃঙ্খল ও সুদীর্ঘ ধারার মাঝেও হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) এমন একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচনে সফল হন যেদিক দিয়ে দামেস্কে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল। এটি দামেস্কের সবচেয়ে উত্তম অঞ্চল ছিল। সেই স্থানে পরিখার পানিও অনেক গভীর ছিল এবং সেদিক দিয়ে প্রবেশ করা খুবই কষ্টসাধ্য কাজ ছিল। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) দামেস্কে প্রবেশের এই উপায় বের করেন যে, কিছু রশি একত্রিত করেন যেন প্রাচীরের ওপর উঠতে এবং দামেস্কে প্রবেশের জন্য তাতে গিঁট দিয়ে সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) কোনো সূত্রে এ সংবাদ লাভ করেছিলেন যে, দামেস্কের সর্দার বা নেতা, অর্থাৎ রোমান সৈন্যবাহিনীর ১০ হাজার সেনার যে সেনানায়ক ছিল, তার ঘরে একটি সন্তানেরজন্ম হয়েছে, অর্থাৎ কমান্ডারের ঘরে বাচ্চার জন্ম হয়েছে আর সমস্ত লোক, যাদের মাঝে তার নিরাপত্তারক্ষী সৈন্যরাও ছিল, নেমন্তন্নে ব্যস্ত রয়েছে। অতএব তারা সবাই অনেক পানাহার করে নেশায় বিভোর হয়ে শুয়ে পড়েছে এবং নিজেদের দায়িত্বের প্রতি উদাসীন হয়ে গেছে। এই অবকাশে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) তার কয়েকজন সঙ্গীকে সাথে নিয়ে মশকের সাহায্যে পরিখা পার হয়ে প্রাচীরের কাছে পৌঁছে যান এবং রশিতে গিঁট লাগিয়ে সেটিকে সিঁড়ি হিসেবে প্রাচীরের ওপর শক্ত করে আটকে দেন। এভাবে বেশ কয়েকটি রশি প্রাচীরে ঝুলিয়ে দেন। ফলে রশির সাহায্যে বহু সংখ্যক মুসলমান প্রাচীরে আরোহন করে ভেতরে প্রবেশ করে এবং ফটকের কাছে পৌঁছে যায়। ফটকের খিলগুলো তারা তরবারি দিয়ে কেটে পৃথক করে দেন। এভাবে মুসলিম সৈন্যরা দামেস্কে প্রবেশ করে।

(সৈয়্যদানা উমর বিন খাত্তাব, প্রণেতা- আলি মহম্মদ সালাবী, পৃ: ৭২৭-৭২৮)

হযরত খালেদ (রা.)-এরসেনাদল পূর্বদিকের ফটকের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। তখন রোমানরা ভীত হয়ে পশ্চিমের দরজায়(অবস্থান করা) হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর কাছে সন্ধি প্রস্তাব দেয়। অথচ পূর্বে তারা মুসলমানদের পক্ষ থেকে দেওয়া সন্ধি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং যুদ্ধ করতে অনড় ছিল। হযরত আবু উবায়দা (রা.) সানন্দে সন্ধিপ্রস্তাব মেনে নেন। ফলে রোমানরা দুর্গের ফটক খুলে দেয় এবং মুসলমানদেরকে বলে, দ্রুত এসে আমাদেরকে এই ফটকের আক্রমণকারী, অর্থাৎ হযরত খালেদ (রা.)-এর হাত থেকে রক্ষা কর। এর ফলে সব ফটক দিয়ে মুসলমানরা সন্ধির মাধ্যমে শহরে প্রবেশ করে আর হযরত খালেদ (রা.) তার ফটক দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে শহরে প্রবেশ করেন। হযরত খালেদ (রা.) এবং অন্য চারজন মুসলমান আমীর শহরের মাঝামাঝি এসে পরস্পরের সাথে মিলিত হন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) যদিও দামেস্কের কতক অংশ যুদ্ধ করে জয় করেছিলেন কিন্তু হযরত আবু উবায়দা (রা.) যেহেতু সন্ধিপ্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন তাই বিজিত এলাকাগুলোতেও সন্ধির শর্তাবলী মেনে নেওয়া হয়।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৭-৩৫৮) (আল ফারুক, প্রণেতা- শিবলী নুমানী, পৃ: ১০৬-১০৭)

এখানে (একটি বিষয়) সুস্পষ্ট হওয়া আবশ্যক যে, দামেস্ক বিজয়কে কতিপয় ইতিহাসবিদ হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালের ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেন, কিন্তু দামেস্কের এই যুদ্ধাভিযান হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালেই শুরু হয়েছিল, যদিও এর বিজয়ের সুসংবাদ যখন মদিনায় প্রেরণ করা হয় ততক্ষণে হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রয়াণ হয়ে গিয়েছিল। অতএব এটি ছিল হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালের শেষ যুদ্ধাভিযান।

আগামীতে ইনশাআল্লাহ্ হযরত আবু বকর (রা.)-এর জীবনের অন্যান্য যেসব দিক রয়েছে সেগুলো বর্ণনা করা হবে।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তিরও স্মৃতিচারণ করতে চাই।

প্রথমজন হলেন মুকাররম উমর আবু আরকুব সাহেব যিনি দক্ষিণ ফিলিস্তিন জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি গত ১৫ আগস্ট তারিখে ৭০ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ। উমর আবু আরকুব সাহেব ২০১০ সালে এমটিএ আল-আরাবিয়ার মাধ্যমে জামা'তের সাথে পরিচিত হন। এ বিষয়ে তিনি নিজেই বলেন যে, সর্বপ্রথম আমি যখন এমটিএ দেখি তখন অনুভব করি যে, নিঃসন্দেহে এরা পুণ্যবান এবং খোদাভীরু লোক। আমি একদিকে ইসলামী বিশ্বকে খুনোখুনি, ডাকাতি, চুরি এবং পরস্পরকে ঘৃণারত অবস্থায় দেখি আর পক্ষান্তরে আহমদীয়া জামা'ত সুসম্পর্ক রক্ষা করার শিক্ষা দেয় আর তাহাজ্জুদ পড়ার এবং পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করার উপদেশ দেয়, এতে আমি খুবই প্রভাবিত হই এবং মনে মনে বলি, এটিই সত্য জামা'ত যার আনুগত্য আমাদের জন্য ওয়াজিব (তথা বাধ্যতামূলক)। তিনি আরও বলেন, ইস্তেখারা করার পর আমি সুনিশ্চিত হই। এরপর তিনি একটি স্বপ্নও দেখেন যে, এটিই সত্য জামা'ত। তিনি বলেন, আমি শপথ করি যে, আমৃত্যু আমি এই জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত থাকব। প্রত্যেক সংকটময় মুহূর্তে মরহুম খুবই অবিচল থাকতেন। মরহুম বলতেন যে, আমি যতদিন জীবিত আছি ততদিন আমার অঙ্গীকারে প্রতিষ্ঠিত থাকব। তার বয়আতের পর মরহুমের সহধর্মিনী স্বপ্নে দেখেন যে, কতিপয় আহমদী মোকাররম উমর সাহেবকে নিজেদের ঘরের একটি কক্ষে নিয়ে যান। তারা তাকে গোসল করান এবং তার বক্ষচ্ছেদ করে

(অভ্যন্তর) পরিষ্কার করেন এবং আমাকে বলেন যে, দেখুন! আমরা তাকে সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছি। খিলাফতের প্রতি ছিল তার অশেষ ভালোবাসা এবং অনেক দোয়া করতেন। মরহুম জামা'তের সাথে নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। তিনি নিজ বাড়ির একাংশ তথা নীচতলা জামা'তের জন্য ওয়াকফ করে রেখেছিলেন। দক্ষিণ ফিলিস্তিনের আহমদীয়া জামা'ত (-এর সদস্যরা) মরহুমের বাড়িতে জুমুআর নামায, দুই ঈদের নামায এবং বিভিন্ন মিটিং-এর জন্য একত্রিত হতো আর তার পুত্র বলেন, মরহুমের ওসিয়্যত হলো, (বাড়ির) এই অংশ সদা জামা'তের জন্য ওয়াকফ্ থাকবে। তার বিরোধীরা তার অসুস্থতার সময় বলতো যে, আহমদীয়া জামা'ত (পরিত্যাগ করে) তওবা করো তাহলে অসুস্থতা দূর হয়ে যাবে, কিন্তু মরহুম এতদসত্ত্বেও তাদের সাথে তবলীগী বাহাস (তথা ধর্মীয় বিতর্ক) করতেন আর এক ব্যক্তি, যে বিরোধিতামূলক বক্তব্যের ক্ষেত্রে অনেক অগ্রসর ছিল, তার সাথে বাহাস (তথা ধর্মীয় বিতর্ক ) করেন এবং তাকে এমনভাবে নিরুত্তর করে দেন যে, সে কোনো প্রত্যুত্তর খুঁজে পায় নি। রোগের তীব্রতার কারণে মরহুম যখন অসুস্থতার দিনগুলো পার করছিলেন, তখন পরবর্তী দিন তাকে আই.সি.ইউ-তে স্থানান্তর করতে হয়। ধর্মীয় বিতর্কে র সময় মরহুমের পুত্র সেই মোল্লাকে, যে অনেক বেশি তার সাথে বাহাস বা বিতর্ক করতো, বলেন যে, বাবাকে ছেড়ে দাও, তিনি অভিজ্ঞ ব্যক্তি, তুমি তাকে বুঝিয়ে পারবে না। যাহোক পুত্র বলেন যে, মরহুম মুমূর্ষু অবস্থায় এই উপদেশ দিয়েছিলেন যে, আমার মৃত্যুতে মর্মাহত হবে না। এরপর তিনি হযরত বেলাল (রা.)-এর বাণী উচ্চারণ করতে থাকেন غَدًا اَلْقَى الْاَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَصَحْبَهٗ । অর্থাৎ আগামীকাল আমি আমার প্রিয় মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের সাথে মিলিত হব।

(শারাহ যারকানি আলাল মোয়াহিবুল লাদানিয়া,১ ম খণ্ড, পৃ: ৪৯৯)

মরহুম অতি সর্বজনপ্রিয় এবং প্রিয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। মরহুমের সহধর্মিণী, তিন পুত্র এবং চার কন্যা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এই সন্তানদেরও আহমদীয়াত গ্রহণ করার তৌফিক দিন যারা আহমদী নয় এবং মরহুমের মর্যাদা উন্নীত করুন আর তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হলো, মুকাররম শেখ নাসের আহমদ সাহেবের যিনি মিঠঠি থারপারকার-এর অধিবাসী। তিনি বিগত দিনে ৯৩ বছর বয়সে ইন্তে কাল করেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ। তিনি মিঠঠি-এর সর্বপ্রথম আহমদী ছিলেন। ১৯৬৯ সালে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। একজন পূর্ণ উদ্যমী দাঈ ইলাল্লাহ এবং ধর্মীয় আত্মাভিমান পোষণকারী একজননির্ভীক আহমদী ছিলেন। নিয়মিত পাঁচবেলার নামায আদায়, আতিথেয়তা, খিলাফতের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ছিল তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তিনি মিঠঠি এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে বহু সংখ্যক বয়আত করানোরও সৌভাগ্য লাভ করেন। মিঠঠি-এর প্রথম মসজিদ তার দেওয়া জায়গাতেই নির্মাণ করা হয়েছিল। পরিবার-পরিজন এবং আত্মীয়স্বজনের পক্ষ থেকে তাকে প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিশেষত সন্তানদের বিয়ের সময় হলে আত্মীয়স্বজন নিজ বংশের বাইরে আহমদীদের মাঝে বিয়ে করানো থেকে বিরত রাখতে প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করে। তাকে বয়কট (তথা সমাজচ্যুত) করা হয়, তারা এদের বিয়েতে অংশ গ্রহণও করেনি, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে তিনি বিরোধিতা সত্ত্বেও সব সন্তানের বিয়ে আহমদী পরিবারে করিয়েছেন। তিনি নিজ সন্তানদের তরবিয়তের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। সবাইকে কুরআন করীম পড়িয়েছেন, নিয়মিত নামায আদায়কারী বানিয়েছেন। তার বাড়ির মহিলাদেরকে, যারা পূর্বে হিন্দু ছিল এবং প্র থাগত পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত ছিল, সেটি ছাড়িয়ে তাদেরকে বোরকা পরিধান করিয়েছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) একদা তার প্রশংসা করে বলেছিলেন, প্রতিটি সেন্টারে আমরা যদি একজন নাসের সৃষ্টি করতে পারি তবে নিশ্চিতভাবে আমরা সফল হব। তার শোক সন্ত প্ত পরিবারে দুই পুত্র এবং চার কন্যা রয়েছে। তার সন্তানদের মাঝে কতক ধর্মের সেবা করছেন ওয়াকফে জিন্দেগী হিসেবে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের মর্যাদা উন্নীত করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ হলো প্রাক্তন মুয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ মালেক সুলতান আহমদ সাহেবের, যিনি বিগত দিনে ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ। ১৯৩৮ সালে ঝাং জেলার পাক্কা নিসওয়ানা-তে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি জন্মগত আহমদী ছিলেন। তার পরিবারে আহমদীয়াত প্রবেশ করে তার পিতা মোহতরম সাজ্জাদা সাহেব আলমা'রূফ শাহযাদা সাহেবের মাধ্যমে যিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর যুগে স্বয়ং কাদিয়ানে গিয়ে বয়আত করেছিলেন। তিনি মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষা অর্জন করার পর ১৯৬০ সালে ওয়াকফে জাদীদের অধীনে সেবা করার আবেদন করেন। তার ওয়াকফ-এর আবেদন গৃহীত হয়। অতঃপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যখন ওয়াকফে জাদীদ-এর ইনচার্জ ছিলেন তখন তিনি তাঁর অধীনে তরবিয়তপ্র াপ্ত হন এবং কিছুকাল সেখানে তরবিয়ত লাভের পর ১৯৬০ সালে মুয়াল্লেম হিসেবে তাকে নিয়োগ দেয়া হয়। থারপারকার অঞ্চলেতাকে প্রেরণ করা হয়। তিনি সেখানে অনেক কাজ করেন। এছাড়া পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলেও তিনি কাজ করেছেন। তার সেবাকালের ব্যাপ্তি ৩৮ বছরের অধিক। তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব তিনি সুচারুরূপে পালন করতে থাকেন। তবলীগের একান্ত আগ্রহ ছিল এবং এ কারণেই ১৯৬৮ সালে তার ওপর প্রাণনাশী আক্রমণও করা হয়েছিল। সততা, সামাজিকতা, আতিথেয়তা, প্রফুল্লতা তার মৌলিক গুণাবলী ছিল। তাহাজ্জুদগুযার, বাজামা'ত নামাযে অভ্যস্ত এবং সদা দোয়ায় অভ্যস্ত মানুষ ছিলেন। আমৃত্যু খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রেখেছেন এবং নিজ সন্তানদেরও এর উপদেশ দিতে থাকেন। তার শোক সন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়া তিন পুত্র এবং দুই কন্যা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো মুকাররম মাহবুব আহমদ রাজেকী সাহেবের যিনি মান্ডি বাহাউদ্দিন জেলার সাদউল্লাহ্পুর-এর অধিবাসী ছিলেন। তিনিও বিগত দিনে ৮৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ। মরহুম ওসীয়্যতকারী ছিলেন। তার শোক সন্ত প্ত পরিবারে দুই পুত্র এবং এক কন্যা রয়েছে। তার এক ছেলে পাকিস্তানের বাইরে জার্মানীতে অবস্থান করছেন এবং কিছু রয়েছে লাহোরে। মরহুম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত গোলাম আলী রাযেকী (রা.)-এর পুত্র ও হযরত মৌলভী গোলাম রসুল রাযেকী (রা.)-এর ভাতিজা এবং হযরত মৌলভী গওছ মোহাম্মদ সাহেবের দৌহিত্র ছিলেন।

মরহুমের পুত্র মাবরুর সাহেব বর্ণনা করেন যে, তিনি ৩৭ বছর সাদউল্লাহ্পুর জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। (তিনি) খুবই দোয়ায় অভ্যস্ত, মহানবী (সা.) ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্র তি সত্যিকার নিবেদিতপ্রাণ, খিলাফতের প্রতি অগাধ ভালোবাসা পোষণকারী, নির্ভীক ও সাহসী ধর্মসেবক ছিলেন। তার তিনবার আল্লাহর পথে বন্দি হবার সৌভাগ্য লাভ হয়। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়কারী হওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত দীর্ঘ তাহাজ্জুদ আদায়কারী ছিলেন। অসংখ্যবার খোদা তা'লা তার দোয়াসমূহকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণীয়তার সম্মান দান করেছেন। তিনি সত্যস্বপ্ন ও কাশফও দেখতেন। আল্লাহ্র রাস্তায় বন্দি থাকা অবস্থায়ও তিনি কয়েকবার এই স্বপ্ন দেখেছেন যে, অমুকদিন মুক্তিলাভ হবে অথবা অমুক সময় এই ঘটনা ঘটবে আর এমনটিই হতেও থাকে। দিনের অধিকাংশ সময় দরূদ শরীফ এবং দোয়া পাঠে রত থাকতেন। বরং এক ব্যক্তি লিখেছেন যে, তিনি একদিন ফজরের নামাযে আসলে তিনি তার শরীরে হাত দিয়ে দেখেন যে, তার প্রচণ্ড জ্বর। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মসজিদে বাজামা'ত নামায পড়তে এসেছেন। এছাড়া এমটিএ-র সাথে সম্পর্ক এবং খিলাফতের প্রতি ভালোবাসার চিত্র এমন ছিল যে, যখন কম শুনতেন এবং বুঝতে না পারা সত্ত্বেও খুতবার সময় টিভির সামনে বসে অবশ্যই শোনার চেষ্টা করতেন। তার মৃত্যুর পর আশেপাশের গ্রামের অনেক অ -আহমদীরাও আসে,বরং পূর্বেও (অর্থাৎ তিনি জীবিত থাকা অবস্থায়ও) তারা আসতো। তার প্রতি তাদের খুবই আস্থা ছিল, তাকে দিয়ে দোয়া করিয়ে নিতো। মৃত্যুর পরও তারা এসেছে সমবেদনা জানানোর জন্য। তারা তার দ্বারা দোয়া করাতো এবং বলতো তিনি যদি আহমদী না হতেন তাহলে হাজার হাজার সংখ্যায় তার মুরিদ থাকতো। আর তার দোয়া গৃহীত হওয়ার বিষয়ে অনেক অ-আহমদীও ঘটনা শুনিয়েছে এবং উদাহরণ দিয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানদেরও মরহুমের পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার তৌফিক দিন। নামাযের পর ইনশাআল্লাহ্ তাদের সবার গায়েবানা জানাযা পড়ানো হবে।


## মহানবী (সা.)-এর বাণী

**কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)**

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

## আফ্রিকায় জনকল্যাণমূলক কাজে হিউম্যানিটি ফার্স্টের অধীনে বড় বড় প্রকল্পগুলিতে কাজ করা উচিত, যেমন- আদর্শ গ্রাম প্রকল্প। জাতীয় হোক বা স্থানীয়, প্রত্যেক স্তরের কার্যসমিতি সদস্যদের ওয়াকফে আরযি স্কীমে অংশগ্রহণ করা উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত এই নির্দেশনাগুলির কর্মযোগে বাস্তবায়ন না ঘটে ততক্ষণ এই প্রশ্নোত্তর কোনও কাজে লাগবে না। সর্বাত্মক চেষ্টা করুন, নির্দেশগুলি মেনে চলুন এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই দোয়া করুন যে, তিনি যেন এই প্রচেষ্টার শুভপরিণাম দান করেন।

**মজলিস আনসারুল্লাহ্ জার্মানীর কার্যনির্বাহি সমিতির সদস্যদের সঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) অনলাইন সাক্ষাত**

১৯ শে সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে মজলিস আনসারুল্লাহ্ জার্মানীর কার্যনির্বাহি সমিতির সদস্যদের সঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) অনলাইন সাক্ষাত করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) ইসলামাবাদের টিলফোর্ড স্থিত নিজ অফিস ভবন থেকে অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। অপরদিকে মজলিস আনসারুল্লাহ্র কার্যনির্বাহি সমিতির সদস্যবর্গ জার্মানীর বায়তুস সুবুহ মসজিদ কমপ্লেক্স থেকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন। সমিতির সদস্যগণ হুযুর আনোয়ারের নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা লাভ করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) তাদেরকে নিজেদের দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সমস্ত বিভাগে উন্নতির জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

হুযুর আনোয়ার নায়েব সদর সাহেবের কাছে সাইকেলিং সম্পর্কে জানতে চান। সদর সাহেব বলেন, সারা দেশে ৩৯৪৭ জন দ্বিতীয় সারির আনসারের মধ্য থেকে ১৪৩৩ জন সাইকেল চড়েন। হুযুর আনোয়ার তাঁকে নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন, দ্বিতীয় সারির আনসারের অর্থ কর্মতৎপর থাকা। যেভাবে খুদ্দামুল আহমদীয়ায় তারা কর্মতৎপর থাকত, সেভাবে আনসারদের মাঝে এসেও যেন সক্রিয় থাকে। আমাকে বলুন যে তাদের আধ্যাত্মিকতা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং খুদ্দামুল আহমদীয়ার থেকে বেশি কর্মতৎপর করে তুলতে আপনারা কি পরিকল্পনা নিয়েছেন। সেই গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করে চলেছেন। নতুন কিছু উপায় বের করুন। যুগ ও বয়স হিসেবে চলুন। দেখুন কিভাবে তাদেরকে পরিচালনা করবেন। আপনারা মনে করেন যে দ্বিতীয় সারির আনসারদের কোনও কাজ নেই, এমনিই একটি রীতি চলে আসছে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর উক্তি এখানে প্রযোজ্য। একজন খাদিম যখন আনসারে পদার্পণ করে, চল্লিশ বছর একদিন হওয়া মাত্রই মনে করে বসে যে বুড়ো হয়ে গেছে। এখন সে এমনিই জামাতের এক অকেজো অঙ্গ হয়ে পড়বে। কিন্তু অকেজো অঙ্গ হয়ে পড়লে চলবে না। দ্বিতীয় সারিভুক্ত করার উদ্দেশ্যই ছিল সক্রিয় অঙ্গগুলিকে দীর্ঘ সময় ধরে সচল রাখা।

এরপর হুযুর আনোয়ার কায়েদ আমুমীকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি কি রিপোর্টের খুঁটিনাটি বিষয়গুলির সারাংশ পাঠান? প্রতিটি বিভাগের কায়েদগণ কি নিজের নিজের রিপোর্টের সারাংশ পাঠান? অন্যান্য কায়েদগণকেও বলুন নিজেদেরকে একটু তৎপর করে তুলতে।

কায়েদ সাহেব মালকে সম্বোধন হুযুর আনোয়ার করে বলেন, বিভিন্ন মজলিস থেকে আসা বাজেটগুলি সঠিক তৈরী হচ্ছে কি না সে বিষয়ে কি আপনি আশ্বস্ত? এর উত্তরে তিনি বলেন যে তিনি আশ্বস্ত নন। হুযুর আনোয়ার বলেন, সুযোগ আছে, তাই না? আসল বিষয় হল নিজের দুর্বলতার উপর দৃষ্টি রাখলে তবেই উন্নতি হয়। শুধু আত্মপ্রসাদ নিলে উন্নতি হয় না। সেই সব জাতিই উন্নতি করে যারা নিজের দুর্বলতার উপর দৃষ্টি রাখে আর সেই দুর্বলতার দূর করার চেষ্টা করা।

তিনি আরও বলেন, 'আমরা এই কাজ করেছি, অমুক কাজ করেছি আর কেউ কোনও আপত্তি করলে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়লাম-এমনটি করলে চলবে না। আমাদের উন্নতি করতে হবে। আমরা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করব। তাই আমরা সত্যকে সামনে রাখব। তবেই আমরা সঠিকভাবে নিজেদের যাচাই করতে পারব। একথা অন্তত প্রত্যেক নাসেরের জানা থাকা উচিত যে, যদি কোনও নাসের নিজের আয় অনুসারে চাঁদা দিতে না পারে আর একটি নির্দিষ্ট হারে চাঁদা দিতে চায় তবে সে সে যেন লিখিতভাবে জানায়। কিন্তু নিজের আয় গোপন করা অন্যায়। এতে বরকত থাকে না। একথা বলে দেওয়াও তরবীয়তি দৃষ্টিকোণ থেকে জরুরী। আর আনসাররা এমন এক বয়সে পৌঁছে গেছেন যে এখন তাদের আর তরবীয়ত কে করবে? প্রত্যেকের নিজের তরবীয়ত নিজেই করতে হবে। কোন হারে চাঁদা দিতে হবে আর আপনি নিজে কোনও হারে চাঁদা প্রদান করবেন এবং এর জন্য অনুমতি নিতে হবে, সেটা তো আপনাদের প্রত্যেকের জানা থাকা উচিত। আমরা কারো উপর জোর করি না, কর আরোপ করি না, কিন্তু সত্য বলা জরুরী।

কায়েদ তবলীগকে সম্বোধন করে হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি কতগুলি বয়আত করিয়েছেন? তিনি উত্তর দেন, এর রিপোর্ট তিনি হাতে পান না। হুযুর জানতে চান যে রিপোর্ট কেন পান না। আনসারুল্লাহ্র মাধ্যমে যে বয়আত হয় তার রিপোর্ট পাওয়া উচিত। প্রশ্ন হল আনসারুল্লাহ্ যখন বয়আত করায়, তখন তার রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো আপনার কাজ। একথা তো কর্মসূচিতে লেখা আছে। নিজের বুদ্ধিও প্রয়োগ করে দেখুন যে কিভাবে কি কি উন্নতি করতে হবে। কর্মসূচির পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়বেন না। কর্মসূচি একটা মোটামুটি দিক-নির্দেশনা। এর গভীরেও যেতে হবে এবং এ বিষয়ে কাজ করতে হবে, পরিকল্পনা করতে হবে।

কায়েদ সাহেব ইসারকে সম্বোধন করে হুযুর আনোয়ার বলেন, তাদেরকে আফ্রিকায় জনকল্যাণমূলক কাজে হিউম্যানিটি ফার্স্টের অধীনে বড় বড় প্রকল্পগুলিতে কাজ করা উচিত, যেমন- আদর্শ গ্রাম প্রকল্প।

কায়েদ সাহেব তালিমুল কুরআনকে সম্বোধন হুযুর আনোয়ার বলেন, কার্যনির্বাহি সমিতির সদস্যদের নিজেদেরকে ওয়াকফে আরযির কাজের জন্য উপস্থাপন করার মাধ্যমে অন্যদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হওয়া উচিত। হুযুর আনোয়ার বলেন: জাতীয় হোক বা স্থানীয়, প্রত্যেক স্তরের কার্যসমিতি সদস্যদের ওয়াকফে আরযি স্কীমে অংশগ্রহণ করা উচিত। প্রত্যেক সদস্য যেন নিজেকে প্রতি বছর দুই সপ্তাহের জন্য ওয়াকফে আরজির কাজে নিয়োজিত করে এমন লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে চলতে হবে।

মাননীয় সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ সাহেব বলেন, হুযুর আনোয়ারের ভাষণের চয়নকৃত অংশ বিজ্ঞপ্তি আকারে পাঠানো হয়ে থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন-প্রধান প্রধান বিষয়গুলি বের করে পাঠিয়ে দিন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এই নির্দেশনাগুলির কর্মযোগে বাস্তবায়ন না ঘটে ততক্ষণ এই প্রশ্নোত্তর কোনও কাজে লাগবে না। সর্বাত্মক চেষ্টা করুন, নির্দেশগুলি মেনে চলুন এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই দোয়া করুন যে, তিনি যেন এই প্রচেষ্টার শুভপরিণাম দান করেন। এরপর বিষয়টি আল্লাহ্র হাতে সঁপে দিন। আমাদের কাজের বিষয়েও দুর্বলতা রয়েছে আর দোয়ার বিষয়েও। প্রথমে উভয় দিকের দুর্বলতা দূর করার পরেই আমরা বলতে পারব যে আমরা কিছু করেছি।

(সৌজন্যে: আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৫ই অক্টোবর, ২০২১)

### মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রুহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Abdur Rashid, Basantpur, 24 PGS (S)**

## নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

**টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131**

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০টা পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

**আফ্রিকার অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষদের নতুন নতুন কর্মনৈপুণ্যতা শেখানোর জন্যও চেষ্টা করা উচিত যাতে তারা স্বাবলম্বী হতে পারে।**

**প্রত্যেক আমেলা সদস্য নিজেদের পরিসরে ইসলামের বাণী প্রচারের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। আর প্রতি বছর অন্তত একটি করে বয়আত করানোর চেষ্টা করা উচিত।**

**আহমদী মুসলিম মেয়েদের সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার বলেন, তাদের নৈতিক প্রশিক্ষনের ক্ষেত্রে আঁ হযরত (সা.)-এর বাণী সংবলিত এই নীতিবাক্য হওয়া উচিত যে 'লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ।'**

**একশভাগ লাজনা সদস্যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে অভ্যস্ত হওয়া উচিত।**

**একশ শতাংশ লাজনা সদস্যরা যেন প্রত্যহ নিয়মিত কুরআন করীমের তিলাওয়াত করে।**

**অন্তত ৭০ শতাংশ পরিবারে হাদীস অধ্যয়ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বই-পুস্তক পড়ুন ।**

**একশ শতাংশ লাজনা সদস্যারা যেন নিয়মিত আমার জুমার খুতবার শোনে।**

## ন্যাশনাল আমেলা লাজনা ইমাউল্লাহ্ ব্রিটেনের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) অনলাইন সাক্ষাত

২রা জানুয়ারী ২০২১ তারিখে ন্যাশনাল আমেলা লাজনা ইমাউল্লাহ্ ব্রিটেনের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) অনলাইন সাক্ষাত করেন। হুযুর আনোয়ার ইসলামাবাদ (টিলফোর্ড) স্থিত নিজ অফিস ভবন থেকে অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। অপরদিকে মজলিসে আমেলার সদস্যারা তাহের হল, মসজিদ বায়তুল ফুতুহ থেকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

সাক্ষাতের সময় হুযুর আনোয়ার (আই.) লাজনা ইমাউল্লাহ্র সদস্যাদেরকে তাদের দায়িত্বাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সেই সব বিভাগগুলির উন্নতির জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: লাজনা ইমাউল্লাহ্ ইউকে-কে জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য চেষ্টা আরও তীব্র করা দরকার। উদাহরণস্বরূপ, লাজনা ইমাউল্লাহ্ কে ফুড ব্যাংকস এবং অন্যান্য দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য নিজেদের সংগ্রহ বৃদ্ধি করতে হবে। হুযুর আনোয়ার বলেন, আফ্রিকার অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষদের নতুন নতুন কর্মনৈপুণ্যতা শেখানোর জন্যও চেষ্টা করা উচিত যাতে তারা স্বাবলম্বী হতে পারে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এবছর যেহেতু লাজনা ইমাউল্লাহ্র ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় নি, তাই যে অর্থ সাশ্রয় হয়েছে তা জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে দেওয়া উচিত অর্থাৎ ম্যাটরনিটি হাসপাতালে যা যুক্তরাজ্যের লাজনা ইমাউল্লাহ্ সিরা লিওনের তৈরী করার তৌফিক পাচ্ছে। এই প্রকল্পটি সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার বলেন- আমি আশা করি, আহমদী মুসলিম চিকিৎসকরা কয়েক বছরের জন্য নিজেদের সময়ে কুরবানী দিয়ে সিরালিওনে নিজেদের সেবা দান করবে। এই হাসপাতালের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হলে লাজনা ইমাউল্লাহ্ নিজেদের দায়িত্বে তা পরিচালনা করবে আর চিকিৎসক এবং মেডিক্যাল স্টাফ সরবরাহ করার দায়িত্বও আপনাদের উপর আসবে।

তবলীগের বিষয়ে হুযুর আনোয়ার বলেন, লাজনা ইমাউল্লাহ্র উচিত মানুষকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করানো। আর ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার সদস্যাদের এই কাজে অগ্রণী হওয়া বাঞ্ছণীয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রত্যেক আমেলা সদস্য নিজেদের পরিসরে ইসলামের বাণী প্রচারের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। আর প্রতি বছর অন্তত একটি করে বয়আত করানোর চেষ্টা করা উচিত। ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগকে মজলিসে আমেলার সদস্যদেরকে আহ্বান করার এবং সংকল্পবদ্ধ হয়ে তবলীগ করার চেষ্টা করা উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যুক্তরাজ্যে অনেক শিক্ষক ইসলামি শিক্ষা নিয়ে শিক্ষকতা করছেন, অথচ তারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অনবহিত। লাজনা ইমাউল্লাহকে এই বিষয়টির প্রতি গুরুত্বসহকারে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। যেভাবে তারা ইসলামী শিক্ষা বর্ণনা করেন তা সাধারণত মুসলমান ছাত্রদের মনে বিরাগ তৈরী করে। অতএব, লাজনা ইমাউল্লাহকে স্কুলকর্তৃপক্ষ এবং তাদের শিক্ষকমণ্ডলীকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করানোর জন্য একটি অভিযান চালানো দরকার।

হুযুর আনোয়ার আহমদী মুসলিম মেয়েদের নৈতিক, চারিত্রিক এবং আধ্যাত্মিক তরবীয়তের উপরও গুরুত্বারোপ করেন। আহমদী মুসলিম মেয়েদের সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার বলেন, তাদের নৈতিক প্রশিক্ষনের ক্ষেত্রে আঁ হযরত (সা.)-এর বাণী সংবলিত এই নীতিবাক্য হওয়া উচিত যে 'লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ।'

লাজনা ইমাউল্লাহ্র সমস্ত সদস্যাদের নৈতিক ও চারিত্রিক তরবীয়ত প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার বলেন- একশভাগ লাজনা সদস্যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে অভ্যস্ত হওয়া উচিত। আর এভাবে স্বভাবতই তাদের সন্তানেরাও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। দ্বিতীয় বিষয়টি হল এই যে, একশ শতাংশ লাজনা সদস্যরা যেন প্রত্যহ নিয়মিত কুরআন করীমের তিলাওয়াত করে। অন্তত ৭০ শতাংশ পরিবারে হাদীস অধ্যয়ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বই-পুস্তক পড়ুন এবং একশ শতাংশ লাজনা সদস্যারা যেন নিয়মিত আমার জুমার খুতবার শোনে।

(সৌজন্যে: আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৫ই অক্টোবর, ২০২১)

---

১ম পাতার পর......

اَلْحَلَالُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهٖ وَ الْحَرامُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهٖ

(ইবনে কাসীর, ১ম খণ্ড, সূরা বাকারা)

এর থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, খোদা তা'লা যে সমস্ত জিনিসকে আমাদের জন্য বৈধ করেছেন, আমরা সেগুলিকেই বৈধ বলতে পারি আর যেগুলিকে হারাম বা অবৈধ বলেছেন সেগুলিকেই অবৈধ বলতে পারি। মধ্যবর্তী জিনিসগুলি সম্পর্কে আদেশ বৈধ ও অবৈধ অনুগামী হবে। সূরা মায়েদাতে ইঙ্গিতে এই সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ চতুষ্পদ প্রাণীদের মধ্যে তোমাদের জন্য গৃহপালিত জন্তুগুলি হালাল, সেগুলি ভিন্ন যেগুলির উল্লেখ নিষিদ্ধের মধ্যে করা হয়েছে।

গৃহপালিত পশু অনেক প্রকারের রয়েছে। যেমন- উট, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, গরু ইত্যাদি এগুলি হালাল। এরপর বলা হয়েছে-

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ

অর্থাৎ এই হালাল বস্তুগুলির বিপরীতে কিছু হারাম বস্তুও রাখা হয়েছে। প্রথমত, মৃত প্রাণী, সেটি হালাল প্রাণী হলেও। দ্বিতীয় রক্ত, হালাল প্রাণীর হলেও। তৃতীয় শূকরের মাংস, চতুর্থ যে জন্তুর উপর খোদা তা'লা ভিন্ন অন্য উপাস্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে, সেই পশুটি হালাল হলেও। এরপর মৃত পশু এবং রক্তের আরও বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে- 'নাতিহা- মাউকুযাহ' এগুলিও হারাম। এগুলি নতুন করে নিষিদ্ধ নয়। বরং 'মায়তাতা এবং দামুন-এর ব্যাখ্যা। এই সব কিছু বর্ণনা করে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন ' يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ অর্থাৎ মুসলমানরা জিজ্ঞাসা করে যে তাদের জন্য কি কি জিনিস হালাল করা হয়েছে? এখন যদি 'ইন্নামা হাররামা আলাইকুম'-এর অর্থ এই হত যে এগুলি ছাড়া সব জিনিস খাওয়া বৈধ তবে যেখানে কুরআন করীম এই চারটি জিনিসকে এই প্রশ্নটির পূর্বেই বর্ণনা করেছিল, সেক্ষেত্রে এই প্রশ্নটি পুনরায় কেন আসছে? (ক্রমশ......)

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৬০)

**মাতাপিতা ও ভাইবোনদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করুন। তাদের সঙ্গে কোনও প্রকার বিবাদ বিসম্বাদে জড়ানোর প্রয়োজন নেই।কখনও ইসলামী শিক্ষা ত্যাগ করবেন না। আল্লাহ্‌র নিকট এই দোয়া করতে থাকুন যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদের মন-মস্তিষ্ককে পরিবর্তন সৃষ্টি করেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের টিভি চ্যানেল এম.টি.এ ইন্টারন্যাশনাল এর মাধ্যমে যুক্ত থাকুন, যা অত্যন্ত সহজলভ্য। আর নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ওয়েব সাইট ভিজিট করতে থাকুন। এছাড়া আহমদী মুসলমানাদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখুন এবং নিরবিচ্ছিন্নভাবে তাদের সঙ্গে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করুন।**

## জার্মানীর নবাগত আহমদী সদস্যাদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) অনলাইন সাক্ষাত

৩রা জানুয়ারী ২০২১ তারিখে জার্মানীর নবাগত আহমদী সদস্যাদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) অনলাইন সাক্ষাত করেন। হুযুর আনোয়ার ইসলামাবাদ (টিলফোর্ড) স্থিত নিজ অফিস ভবন থেকে অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। অপরদিকে মজলিসে আমেলার সদস্যারা তাহের হল, জর্মানীর মরকয মসজিদ বায়তুস সুবুহ ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠান শুরু হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে। অনুবাদ উপস্থাপনের পর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি উর্দু নযম ও অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়। সাক্ষাত অনুষ্ঠানে প্রত্যেক নবাগত সদস্যা নিজের পরিচয় দেন এবং হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুযোগ লাভ করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রশ্ন করে আবার কেউ কেউ হুযুরের সামনে তাদের ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা তুলে ধরে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) কয়েকজন সদস্যাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তারা কি কঠিনতা, পরিবার এবং জনসাধারণের পক্ষ থেকে হওয়া ধর্মীয় বিরোধিতা সহ্য করতে প্রস্তুত? সমস্ত সদস্যা সমস্বরে উত্তর দেয় যে, তারা নিজেদের ঈমান রক্ষার জন্য যাবতীয় ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। আর তারা হুযুর আনোয়ারের দোয়া প্রার্থী যাতে তারা নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসরমান থাকতে পারে। হুযুর আনোয়ার বলেন, যারা নতুন আহমদী হয়েছেন তাদের প্রত্যেকের সূরা ফাতিহা মুখস্ত করা উচিত।

একজন নবাগত আহমদী সদস্যা বলেন, তাঁর জন্ম শিখ পরিবারে। এখন তার পরিবার তার মুসলমান হওয়া, স্কার্ফ পরা এবং ইসলাম অনুশীলন করার বিরোধী। তিনি হুযুর আনোয়ারের কাছে দিক-নির্দেশনা জানতে চান যে তিনি তাদেরকে কি উত্তর দিবেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: নিজের পরিবারের সদস্যদের বলুন যে যতটুকু আপনার ধর্মের সম্পর্ক আর যেহেতু আপনি ইসলামকে এক সত্য ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাই আপনি নিজের এই ধর্ম মেনে চলবেন। কিন্তু তাদের সঙ্গে কোনও প্রকার বিবাদ বিসম্বাদে জড়ানোর প্রয়োজন নেই। তাদের প্রতি সম্মানপূর্ণ আচরণ করুন। বিশেষ করে মাতাপিতা ও ভাইবোনদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করুন। কিন্তু কখনও ইসলামী শিক্ষা ত্যাগ করবেন না। এভাবেই ইসলামের শিক্ষা অনুশীলন করে চলুন আর আল্লাহ্‌র নিকট এই দোয়া করতে থাকুন যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদের মন-মস্তিষ্ককে পরিবর্তন সৃষ্টি করেন।

জন্মগত আহমদীদের থেকে তারা অনেক পিছনে আছেন এমন আশঙ্কা ব্যক্তকারী এক নবাগত আহমদী সদস্যার প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন- প্রত্যেক আহমদী মুসলমানের মধ্যে কিছু না কিছু দুর্বলতা থেকেই যায়। কখনও একথা মনে করবেন না যে, আপনি পিছনে থেকে গেছেন, বরং আপনি এমন অনেক আহমদীর থেকে এগিয়ে যেতে পারেন যারা জন্মগত আহমদী।

কিভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে মনোসংযোগ করা যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন- নামাযের সময় যখন সূরা ফাতিহা পাঠ করেন, যেটি কুরআন করীমের প্রথম সূরা, তখন إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ও اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- আয়াতটি বার বার পাঠ করবেন।

আরও এক সদস্যা প্রশ্ন করেন যে, কিভাবে বুঝব যে কোনও স্বপ্ন তাদের মস্তিষ্ক প্রসূত নাকি সত্য স্বপ্ন? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন- যদিও অনেক স্বপ্ন এমন হয় যেগুলি মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত আর তার দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা ভিত্তিক হয়ে থাকে। তবু এমন অনেক স্বপ্নও হয়ে থাকে যেগুলি মস্তিষ্কের উপর গভীর রেখাপাত করে যায়। নবাগত আহমদীদের মধ্যে কেউ যদি এমন স্বপ্ন দেখে যেগুলি তাদের মতে গভীর অর্থবহ হতে পারে, তবে আমাকে লিখে জানান বা এমন কোনও ব্যক্তিকে সেই স্বপ্ন সম্পর্কে জানান যাকে আপনি বিশ্বাস করেন।

এক সদস্যা বলেন, কোভিডের কারণে নবাগত আহমদীরা মসজিদের পরিবেশ থেকে লাভবান হওয়ার সুযোগ পায় নি। বর্তমানে মসজিদ বন্ধ। তিনি প্রশ্ন করেন যে, কিভাবে বাড়িতে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষাসম্মত পরিবেশ তৈরী করতে পারেন, এমন পরিবেশ যেখানে অমুসলিম সদস্য পরিবারের সঙ্গে থাকে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আধুনিক প্রযুক্তি এমন উপকরণ এনে দিয়েছে যার কল্যাণে খিলাফতের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলা যায় আর নিজের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের টিভি চ্যানেল এম.টি.এ ইন্টারন্যাশনাল এর মাধ্যমে যুক্ত থাকুন, যা অত্যন্ত সহজলভ্য। আর নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ওয়েব সাইট ভিজিট করতে থাকুন। এছাড়া আহমদী মুসলমানাদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখুন এবং নিরবিচ্ছিন্নভাবে তাদের সঙ্গে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করুন।

অপর এক সদস্য একথার উল্লেখ করেন যে, তিনি আহমদী মুসলমান হওয়ার পূর্বেই বিবাহিত আর তাঁর স্বামী অমুসলিম। হুযুর আনোয়ার তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে এখন স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ঠিক আছে কি না? ভদ্রমহিলা উত্তর দেন, স্বামী তাঁর বয়আত করা নিয়ে অসন্তুষ্ট, কিন্তু তিনি নিজ স্বামীর প্রতি সদাচারিনী যাতে স্বামীর মনে তাঁর উন্নত পছন্দ (ইসলাম) উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। হুযুর আনোয়ার বলেন, স্বামীর প্রতি সদ্ব্যবহার অব্যাহত রাখা উচিত। আর স্বামীর জন্যও দোয়া করা উচিত যে তিনিও যেন একজন আহমদী মুসলমান হয়ে যান। হুযুর আনোয়ার বলেন, স্বামীকে পূর্বের চায়তে বেশি ভালবাসা উচিত, তাঁর প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত যাতে তার উপর আপনার ইসলাম গ্রহণের ভাল প্রভাব পড়ে।

এক ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেন যে, তিনি কিভাবে মেয়ের তরবীয়ত করবেন যাতে সে বড় হয়ে একজন ঈমানদার আহমদী মুসলমান হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন- আপনি যদি নিজে একজন ভাল আহমদী মুসলিম হতে পারেন, তবে আপনার মেয়েও ভাল আহমদী মুসলমান হবে। তার জন্য দোয়া করুন,আল্লাহ্ তা'লা যেন তাকে পুণ্যবতী বানায়। সে সাত বছরে পোঁছলে তাকেও নিজের সঙ্গে নামাযে অভ্যস্ত করে তুলুন।আর কুরআন করীম পড়ানোর ব্যবস্থা করুন। তাকে বলুন যে ইসলাম কি আর কেন আঁ হযরত (সা.) শেষ শরীয়তধারী নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন আর তিনি কিভাবে ইসলামের প্রচার করেছেন। আর তাঁর পর তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে তাঁর অধীনস্ত করে পাঠানো হয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে স্পষ্ট করলেন যে, হুকুকুল্লাহ্ এবং হুকুকুল ইবাদত পূর্ণ করাই হল প্রকৃত ইসলামি শিক্ষা। নিজের মেয়েকে দোয়া শেখান, কলেমা শেখান, নিজের উন্নত দৃষ্টান্ত তার সামনে তুলে ধরুন। তার প্রতি বিনম্র আচরণ করুন, তাকে পুণ্যের কথা বলুন। এইরূপে খুব ভালভাবে তার চরিত্র গঠন সম্ভব।

(সৌজন্যে: আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৫ই অক্টোবর, ২০২১)

### মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

**"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"**

**(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Begum Asyesa, Harhari, Murshidabad.**

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 6 Oct, 2022 Issue No. 40

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

# সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর (২০১৩)

(পূর্ববর্তী সংখ্যা ৩৬-এর পর)

বিলাল আসলাম সাহেব পৃথিবীর বৃহত্তম বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান ‘সার্ন’ এবং জার্মানীর ২৫ জন খুদ্দামদের এই সংস্থাটি পরিদর্শনের উপর একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেন- জার্মানীর শিক্ষা বিভাগ (জামাতীয়) এর উদ্দেশ্য হল ছাত্রদেরকে সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা দান করা।এই বিষয়ে আমরা ২০০৯ সালে ডক্টর আব্দুসসালাম সম্পর্কে একটি অনুষ্ঠান করেছিলাম যেখানে পৃথিবীর খ্যাতনাম বিজ্ঞানীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। অনুরূপভাবে ২০১০ সালে ‘সার্ন’-এর বিষয়ে একটি অনুষ্ঠান করা হয়েছিল যেখানে সার্নে কর্মরত একজন বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেছিলেন। ২০১১ সালে ২৫জন খুদ্দাম সার্ন পরিদর্শন করে।

২০১৩ সালে সার্নে যে কণাটি আবিষ্কৃত হয় সে সম্পর্কে বিশ্বের খ্যাতনামা বিজ্ঞানীরা এসে আমাদের ছাত্রদের সামনে ভাষণ দান করেন।

সার্ন হল পৃথিবীর বৃহত্তম বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান যেখানে সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে গবেষণা হয়ে থাকে। ১৯৫৪ সালে এটি স্থাপিত হয় আর ২০টি দেশ মিলে এটি গড়ে তুলেছিল। এখন ১০ হাজারের বেশি বিজ্ঞানী এখানে গবেষণার কাজে নিয়োজিত। এখানকার তিনজন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন।

এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কাজ হল পরমাণুর কণাগুলির মাঝে সংঘর্ষের মাধ্যমে নতুন কণার উৎপত্তি ঘটানো। এই কাজের জন্য সেখানে পৃথিবীর সব থেকে শক্তিশালী মেশিন তৈরী করা হয়েছে যার নাম Large Hadrom Accelerator । এই যন্ত্রটিতে পরমাণুর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণাগুলিকে আলোর বেগে পরস্পর সংঘর্ষ করানো হয়। এর ফলে সৃষ্ট শক্তি থেকে নতুন কণার জন্ম হয় যেগুলি গবেষণা করে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে অনুমান করা হয়। কিছু শক্তি রয়েছে যেগুলি প্রতিটি বস্তুকে পরস্পর বেঁধে রাখে। যেমন- weak force, electromagnetic force, gravity and strong force.

ডক্টর আব্দুস সালাম পরমাণুর মধ্যে থাকা weak force-কে তড়িৎ চৌম্বকীয় শক্তির সঙ্গে যুক্ত করে এক নতুন শক্তি সম্পর্কে জেনেছেন। কেননা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মুহূর্তে সমস্ত শক্তি এক ছিল। তাই এখানে গবেষণা করা হয় যে সেই শক্তিটি কি ছিল?

২০১৩ সালে যে হিগস কণা আবিষ্কৃত হয় তার সম্পর্কও ডক্টর আব্দুস সালামের সূত্রের সঙ্গে। একটি নতুন সূত্র অনুযায়ী প্রতিটি কণাকে একটি ক্ষেত্র ভর দান করে। সেই ক্ষেত্রটির নাম হল হিগস ফিল্ড। হিগস কণাটি সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা হয় ২০১৩ সালে এই সার্ন প্রতিষ্ঠানে। এইভাবে পদার্থ বিজ্ঞানের একটি সূত্র প্রতিষ্ঠিত হয় আর বিজ্ঞান আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়।

কুরআন করীমের প্রায় এক-অষ্টমাংশ জ্ঞানার্জন এবং আল্লাহ্ তা’লার সৃষ্টি তথা প্রকৃতির রহস্য সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা করার আদেশ দেয়। তাই আমরা এই জ্ঞান ও বিজ্ঞান শিখতে পারলে আল্লাহ্ তা’লার সৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে চিন্তা করতে পারব এবং প্রমাণ করতে পারব যে খোদা তা’লাই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন।যেমনটি ডক্টর আব্দুস সালাম সাহেবও কুরআন করীম থেকে জ্ঞানার্জন করে নিজের মতবাদ উপস্থাপন করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে ছাত্রদের প্রশ্নোত্তর সভা।

একজন ছাত্র এই প্রেজেন্টশনের বিষয়ে প্রশ্ন করে যে, পৃথিবীতে যেখানে অর্ধেকের বেশি মানুষ দুবেলা আহার পায় না, সেখানে এত সম্পদকে বিজ্ঞানের প্রাথমিক গবেষণার কাজে ব্যয় করা কতটা যুক্তিসঙ্গত বলা যেতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা’লা বলেন- ‘আমি যে ব্রহ্মাণ্ড, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছি সে সম্পর্কে ভেবে দেখ। আর লোকে যে অনাহারে মারা যাচ্ছে তা এজন্য নয় যে এই সব গবেষণায় অর্থ ব্যয় হচ্ছে। বরং তাদের দুর্দশার কারণ হল পরাশক্তিগুলির নিজস্ব স্বার্থ। হাজার হাজার টন গম ও অন্যান্য খাদ্য শস্য যুক্তরাষ্ট্র, কানাড এবং পশ্চিমি দেশগুলিতে গোদামে পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে যায়। সেগুলিকে তখন সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। হাজার হাজার টন দুধ, মাখন, ঘি হল্যাণ্ড এবং বিভিন্ন দেশে ফেলে দেওয়া হয়। সেগুলি ব্যবহার করলে দারিদ্র পীড়িতদের পেট ভরত। আর যে সব দেশগুলিকে আমরা দারিদকবলিত বলে থাকি, তাদের মধ্যে এতটা ক্ষমতা রয়েছে যে সততার সঙ্গে কাজ করলে তারা নিজেদের খাদ্য নিজেরাই উৎপাদন করতে পারে। যেখান থেকে আপনি এসেছেন, সেই পাকিস্তান একটি দরিদ্র দেশ, কিন্তু তাদের কাছে এত প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে যে তারা যদি সৎ হয় আর দেশের নেতারা যদি সুইস ব্যাঙ্কে নিজেদের অর্থ গচ্ছিত না রাখে, তবে সেই দেশ দরিদ্রকেরও খাওয়াতে পারবে এমনকি তার মত আরও চারটি দেশকেও খাওয়াতে পারবে।

গবেষণা কেনা করা হচ্ছে- এটা সেইদারিদ্রের উত্তর নয়। এর উত্তর হল, ক্ষমতাসীন তথা রাজনীতিক ব্যক্তিত্বরা যথাযথ পরিকল্পনা করছে না, বরং তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতেই ব্যস্ত। যথাযথ পরিকল্পনা থাকলে পৃথিবীতে কেউ অনাহারে থাকবে না। এখনও অনেক জমি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। আমার মতে সেগুলিকে কাজে লাগালে নিজেদের চাহিদা পূরণ করেও আরও চারটি দেশকে খাওয়ানো যেতে পারে। তাই আপনাদের কাজ হল নিজেরাও সৎ হন আর তবলীগ করে আহমদীয়াতের বাী পৌঁছে দিন। আর পৃথিবীতে মানবতার সেবার স্পৃহা নিয়ে সেবা করুন। এইভাবে মানুষ অনাহারে মারা যাওয়া থেকে রক্ষা পাবে।

* একছাত্র প্রশ্ন করে যে, জেনেটিক থেরাপি করার ইসলাম কতদূর পর্যন্ত অনুমতি দেয়? এখানে জার্মানীতে শিশুর জন্মের সময় ডি.এন.এ টেস্ট করানো হয় এটা জানার জন্য যে কোনও ধরণের ব্যধি আছে কি না। আর শিশু যখন বিকশিত হতে থাকে তখন সেই ব্যধির চিকিৎসাও করা যায় সেই চেষ্টা থাকে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন- যদি তারা চিকিৎসা করতে পারে তবে ভাল কথা। জন্মের সময় শিশু স্বাস্থ্যবান হবে। এতে একপ্রকার জেনেটিক থেরাপি কাজ করে, স্টেম সেল থেরাপিও হতে পারে। এটা যদি ভাল জিনিস হয় আর মানুষের উপকার হয় তবে পাদ্রী যা খুশি বলুক। এর দ্বারা একজন মানুষের জীবনও যদি রক্ষা পায় আর একজন কল্যাণকর সত্তার জন্ম হয় তবে ক্ষতি কি?

সেই ছাত্রটি বলে, অনেকে বলে থাকে যে এটি খোদা তা’লার কুদরতের মধ্যে হস্তক্ষেপ করার নামান্তর।

হুযুর আনোয়ার বলেন- অনেক মহামারি ব্যধি এসে থাকে, এমন যুক্তি দিলে সেই সব ব্যধির চিকিৎসাও করানো উচিত নয়। আল্লাহ্ তা’লা বলেন, যখন ব্যধি আসে তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন। তাই আরোগ্য দান করাও আল্লাহ্ তা’লার শক্তিমত্তার বিকাশ।

প্রসঙ্গত হুযুর আনোয়ার বলেন- এমনটি করলে অর্থাৎ খোদা তা’লার সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন করলে ক্রমশ ক্লোনিং-এর দিকে অগ্রসর হবে, যেটা অনুচিত। আল্লাহ্ তা’লা বলেছেন, এমনটি মানুষ করতে পারে, কিন্তু এর পরিণাম ভয়াবহ হবে। তখন সেটা আর নীল চোখ পর্যন্ত সীমিত থাকবে না, অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটে যাবে। মানুষ বলবে, দুটির পরিবর্তে তিনটি হাত থাকা দরকার, একটি হাতে দশটি আঙুল থাকা চাই। তাই আল্লাহ্ তা’লা মানুষকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন মানুষ তাতেই তার নিখুঁত সৌন্দর্য। আল্লাহ্ তা’লার সৃষ্টিকর্মে হস্তক্ষেপ করা মানবতার জন্য ক্ষতি ডেকে আনবে।

এরপর এক ছাত্র প্রশ্ন করে যে, হুযুর আনোয়ার বলেছিলেন যে আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক হৃদয়ের সঙ্গে, তিনি একজন জাপানী বিজ্ঞানীর বিষয়েও বলেছিলেন। তাই এই গোটা প্রক্রিয়াটাকে কি এমনভাবে বলা যেতে পারে যে, প্রতিটি বিষয় প্রথমে মানুষের চেতনার মধ্যে আসে, এরপর সেখান থেকে হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি আরও একটি প্রবন্ধ পড়েছি। এখন তারা এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে যে নির্দেশ সর্বপ্রথম হৃদয়ে আসে, অতঃপর সেখান থেকে মস্তিষ্কে সঞ্চালিত হয় এবং ক্রমে সারা দেহে। শুধু জাপানীরাই নয় বরং অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরাও এখন এ বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করতে কোমর বেঁধেছে। তাই আপনি যেভাবে বলছেন, সেক্ষেত্রে মস্তিষ্ক প্রথমে আদেশ পায়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, ওহী হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়, অতঃপর হৃদয় থেকে মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হয়। এবং সব শেষে জিহ্বা বা দেহের অন্যান্য অংশে প্রভাব ফেলে। আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে বিজ্ঞানীরা এখন গবেষণা করতে পারে না। এটা তো আধ্যাত্মিক ব্যক্তিকেই জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। তাই ইলহাম অবশ্যই সর্বপ্রথম হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়। এটি একটা অবস্থা যা হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলে। নবীগণের অবস্থা সম্পর্কেও আমরা জানতে পারি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উপর ইলহাম সময় কি তাঁর অবস্থা কিরূপ হত সে সম্পর্কে তাঁর কতিপয় সাহাবা বর্ণনা করেছেন। যখন ইলহাম হওয়ার উপক্রম হত তখন তাঁর অবস্থা পাল্টে যেত। সেই অবস্থাটির সঙ্গে এই জগতের কোনও অবস্থার তুলনা হয় না।

হুযুর আনোয়ার বলেন- কিছু কিছু জিনিস এমন আছে যেগুলি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা’লা বলেছেন যে আমরা যদি সেগুলি সম্পর্কে না ভাবি তবেই মঙ্গল।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir